✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

আঁধার ঘরের আলো
ক্লিষণ
সর্বোৎকৃষ্ট
ফোন-২২-৩৫৮০
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৭৬ সংখ্যা

সোমবার, ২০ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৫ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক)। Monday, September 6, 1971.

ESTD. 1878 REGD NO. C 1080

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

বিশ্বের সেরা মানে প্রস্তুত
সুপ্রা স্পেশাল কালি
ব্যবহার করুন

শরণার্থীদের ফেরার মত পরিবেশ চাই

ভারত-নেপাল মতৈক্য

কাঠমানডু, ৫ সেপটেম্বর—ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং-এর তিন দিনের নেপাল সফরের শেষে আজ অপরাহ্ণে ভারত-নেপাল যুক্ত ইশতাহার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দুটি দেশই বাংলাদেশের শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এবং অবিলম্বে সেই পরিবেশ গড়ে তোলার দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিসতা এ প্রসঙ্গে শরণার্থী আসার দরুন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, তার কথাও উল্লেখ করেন।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দিক থেকে দুটি দেশের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে শ্রীস্বর্ণ সিং ও শ্রীবিসতার মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। দুজনেই এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই উদ্যোগ উভয় দেশের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়ক হবে।

আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে

পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন যে, নেপাল সরকারের প্রতিনিধি, অফিসার এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে রাজধানীতে তাঁর আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে।

গত রাতে নেপালী প্রধানমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিসতার সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, তাঁকে এখানে যে আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে তিনি অভিভূত। ভারত ও নেপালের মধ্যে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া রয়েছে।

উত্তরে শ্রীকীর্তিনিধি বিসতা বলেন, অনেক দেশই নেপালের উন্নতিতে সহায়তা করছে, কিন্তু ভারতের সহায়তাই সবচেয়ে প্রধান। তাঁর বিশ্বাস, ভারত এই সহায়তা চালিয়ে যাবে।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

ওমেগা দল আবার পাক ফৌজের কবলে

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার অপারেশন ওমেগা দলের সদস্যদের আবার পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনী বাংলা দেশে আটক করেছে। এর আগে ১৭ আগস্ট পাক ফৌজ এই ত্রাণ সংস্থার সদস্যদের আটক করেছিল। রাত্রে মিলিটারি ব্যারাকে আটক রেখে পরদিন ভারতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ওই সংস্থা ১৮ দিন পর ত্রাণ-সামগ্রী দিয়ে চার সদস্যের আর একটি দল এদিন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। দলের দুজন মহিলা। চারজনের দুজন ব্রিটিশ ও দুজন মার্কিন নাগরিক। নাম শ্রীমতী ক্রিসটিন প্রাট (৩২), শ্রীবেন ক্রো (২৪), শ্রীমতী জয়েস কেনিওয়েল ও শ্রীড্যান ডিউ। শ্রীমতী প্রাট গতবারও বাংলাদেশে গিয়েছিলেন।

ওমেগা অপারেশন মনে করেন, দুর্গত মানুষের ডাকে অন্য মানুষের সাড়া দেবার অধিকার নৈতিক ও

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

হাওড়া জেলার আমতা আজ জলের তলায়। কাঠের পুল জলে ডুবে আছে। —নিজস্ব-চিত্র

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারত অত্যন্ত আগ্রহী

— স্বর্ণ সিং

কাঠমানডু, ৫ সেপটেম্বর—ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং এখানে বলেন যে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ও সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে ভারত অত্যন্ত আগ্রহী। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তি ভারত সব সময় সমর্থন করে আসছে।

ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের পিকিং সফর দুই দেশের (ভারত ও চীন) মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনেকটা সহায়ক হবে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে মেলামেশার আরও সূত্র রয়েছে। যেমন কূটনৈতিক মিশন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, নেপালের যখন দুই দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব আছে, তখন চীন-ভারত বোঝাপড়ায় ভারত কি নেপালের সাহায্য চেয়েছে?

শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, ভারত এটাকে দু পক্ষের ব্যাপার বলে মনে করে। পিকিং-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে ভারত অন্য কোন দেশের মধ্যস্থতা চায় না।

ভারত বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জে তুলবেই

ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ এখানে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনের সময় ভারত অবশ্যই বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন সংস্থায় তুলবে। নেপাল সফর শেষে দিল্লি যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের কাছে তিনি ওই মন্তব্য করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের মনোভাব তিনি নেপালী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। ভারতের অভিমতের আরও বেশি করে সমর্থন পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীস্বর্ণ সিং আজ সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরেছেন। —পি টি আই

পাক সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে লালডেঙ্গা ও ফিজোর গোপন সাক্ষাৎকার

শিলং অফিস

৫ সেপটেম্বর—চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কোনও স্থানে বিদ্রোহী নাগা নেতা শ্রী এ জেড ফিজো ও মিজো জাতীয় ফ্রনটের নেতা শ্রীলালডেঙ্গার সঙ্গে পাক সেনাধ্যক্ষ শ্রীআবদুল হামিদ খাঁর দুবার গোপন সাক্ষাৎকার ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রথম সাক্ষাৎকার হয় জুলাই মাসের শেষার্ধে এবং দ্বিতীয় আগসটের মাঝামাঝি।

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রীলালডেঙ্গাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা যদি ভারতের বিরুদ্ধে পাক সেনাদের সাহায্য করে তা হলে পাক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্বয়ংশাসিত মিজো রাজ্য গঠনে তাদের সাহায্য করা হবে।

শ্রীলালডেঙ্গা এই শর্তে সম্মত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রীলালডেঙ্গা সমস্ত বিদ্রোহী মিজোকে পাক সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং ভারতীয় ঘাঁটিগুলি বিশেষ করে ত্রিপুরা ও মিজো পার্বত্য সীমান্তের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীফিজো অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছেন। চাকমা নেতা শ্রীত্রিদিব রায়ও পাক সেনাদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই সব গোপন বৈঠকে পাক সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারগণও উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির পরেও বার্লিনের প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা

বার্লিন, ৫ সেপটেম্বর—আজ বার্লিন প্রাচীর লঙ্ঘনের দুটি চেষ্টা হয়। পূর্ব বার্লিনের এক তরুণ দেওয়াল টপকে পশ্চিম বার্লিনে যাবার চেষ্টা করলে পূর্ব জারমান সীমান্ত-পুলিশের মেসিনগান গর্জে ওঠে। সে গুরুতর আহত হয় এবং তাকে আটক করা হয়েছে। পূর্ব বার্লিনের চেক-পয়েনট চার্লিতে রাস্তার একটি ঘাড়ির উপর উঠে আর একজন যুবক বলে, আমি ওদিকটা বেশি পছন্দ করি। পূর্ব জারমান সীমান্ত রক্ষী তাকে জিপে তুলে নিয়ে যায়।

বার্লিন সম্পর্কে চার বৃহৎ শক্তির চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র দুদিন পর এই ঘটনা ঘটলো। —এ এফ পি

কারতুজের কারখানা আবিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার তিলপি গ্রামে পুলিশ একটি কারতুজ তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেছে। এইসঙ্গে কারতুজ তৈরির ২টি মেশিনসহ আনুষঙ্গিক বহু মালমশলাও উদ্ধার করা হয়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এক বাড়িতে হানা দিয়ে ওই সব জিনিষ পায়। বাড়ির লোকেরা তার আগেই পালিয়ে যায়। বহু তাজা কারতুজ ও ২টি পাইপগানও ওই সময় পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

শ্রীসুশীল ধাড়া অনশন ভঙ্গ করেছেন

স্টাফ রিপোরটার

দশ দিন, দশ রাত্রির পর রবিবার বিকালে শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছেন। ধাড়াগোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুশীলবাবু পশ্চিম বাংলায় হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার আশা নিয়ে গত ২৬ আগসট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেছিলেন।

এদিন বিকালে বিভিন্ন দলের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও বহু মানুষের উপস্থিতিতে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাত থেকে এক গ্লাস ফলের রস পান করে শ্রীধাড়া অনশন ভঙ্গ করেন।

এদিন সকালে ধাড়াগোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে সাতটি রাজনৈতিক

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পুলিশের গুলিতে দমকল কর্মী নিহত, প্রতিবাদে ধর্মঘট

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার রাত একটার পর বাঁশদ্রোণী এলাকায় টালিগঞ্জ দমকল কেন্দ্রে পুলিশের গুলি চালনার ফলে শ্রীলক্ষ্মণ ঘোড়াই (২৫) নামে একজন দমকলকর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে রবিবার বেলা সাড়ে বারটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৬৫টি দমকল কেন্দ্রের ৫ হাজার কর্মী চারদফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করেন।

দমকল কর্মী ইউনিয়নের অভিযোগ সি আর পি বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে একজন কর্মীকে হত্যা করেছে। অপর পক্ষে পুলিশ সূত্রে অভিযোগ করা হয়, উল্লিখিত দমকল কেন্দ্রের কাছে পুলিশের ওপর বোমা ও ইটপাথর নিক্ষেপ করা হয়। তারপর পুলিশ গুলি চালায়।

২৪ পরগণা পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ওই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি কেস দায়ের করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে সাসপেনড করা হয়েছে। তিনি বলেন, তদন্তের পর কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ২৪ পরগণা জেলা শাসক এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দমকল কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামেশ্বর ব্যানারজি

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বরাহনগরে ব্যাপক তল্লাসী, ১৭ জন গ্রেফতার

গুলিতে একজন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার বরাহনগর থানার পুলিশ বেলা তিনটা থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানান, ধৃত ব্যক্তিদের যখন রামকৃষ্ণ ঘোষ রোডের কাছে এনে পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল তখন কিছু লোক হঠাৎ পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে গুলি চালায়। গুলিতে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন—শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী (১৮) ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পুলিশ সন্দেহ করে, কাছাকাছি একটি বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়। ওই সময় সেই বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে পুলিশ আটাপাড়া, রামলাল আগরওয়ালা লেন, কালীচরণ ঘোষ রোড প্রভৃতি অঞ্চলে তল্লাসী চালায়।

দুটি দুর্ঘটনায় দুই শতাধিক হত

তেহেরাণ, ৫ সেপটেম্বর—গত কাল ফাও-এর কাছে একটি পাক মোটর লঞ্চ বিধ্বস্ত হয় এবং লঞ্চটির ১০০ আরোহীর প্রাণহানি ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখানকার এক সান্ধ্য দৈনিক (কেহান) আজ আবাদন থেকে খবর দিয়েছে।

অনেকগুলি মৃতদেহ আজ উদ্ধার করা হয়েছে এবং শট-উল-আরব নদীর ইরাকী এলাকার অনেকের সলিল সমাধি ঘটেছে। পাক তীর্থযাত্রীদের লঞ্চটি বসরার দিকে যাচ্ছিল।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১০৯

জুনেউ (আলাসকা), ৫ সেপটেম্বর—আলাসকা এয়ার লাইনসের একটি বিমান বোয়িং ৭২৭, গতকাল এখান থেকে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি পর্বতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। বিমানটিতে ১০৯ জন আরোহী ছিলেন; তাঁরা সকলেই

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নদীয়ায় বন্যার সঙ্গে কলেরা

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার নদীয়া ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে মহাকরণে খবর আসে। নদীয়ায় বন্যাও যেমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে কলেরাও তেমনি প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদিন নবদ্বীপে কোন কোন জায়গায় ৪ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়ায়।

রবিবার মহাকরণের আরও খবর নদীয়ায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি করে মিলিটারি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কালনায়ও জল বাড়ছে। তবে মালদহ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জে জল কমছে। ফরাক্কায় গঙ্গার জল তিন ফুট কমে গিয়েছে। জল সরে যাওয়ায় ধুলিয়ান সমেত অন্যান্য স্থানে বিধ্বস্ত বাঁধ মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু নিচের দিকে ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। ওই জল বাবলা দিয়ে ভাগীরথিতে পড়ছে। ফলে কৃষ্ণনগরের দক্ষিণাংশ থেকে নদীয়া জেলায় কদিন প্রচণ্ড বান ডেকেছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ক্রমেই বাড়ছে। সর্বশেষ হিসাবে অনুমান করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে আশি কোটি টাকা চাইবেন। মঙ্গলবার এই সমীক্ষক দল আসবেন। সেদিনই তাঁরা মালদহে যাবেন।

উত্তরবঙ্গের অবস্থা সঙ্গীন

এদিকে প্রায় দু মাস ফরাক্কায় ফেরি পারাপার বন্ধ থাকায় উত্তরবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। ডাল, তেল, নুন, চিনি সবই বাড়ন্ত। কয়লাও নেই। বারৌনী গারহারা দিয়ে উত্তরবঙ্গে দ্রুত খাদ্য পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে এই পথেই তাঁরা পাঠাবেন কয়লা ও নুন। বাকিগুলি আসবে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ থেকে।

রবিবার খাদ্য কমিশনার শ্রী এস বি রায় জানান, শিলিগুড়ির গুদামে আর এক মাসের খাদ্য মজুত আছে।

বন্যায় পথঘাট নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না এবং যেখানে স্টক নেই সেখানে যা আছে তাই সুষম বণ্টন করে কাজ চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবদ্বীপে চোদ্দ ফুট জল

নবদ্বীপের বন্যা পরিস্থিতি রবিবার আরও খারাপ দাঁড়িয়েছে। রাধাবাজার অঞ্চলে ১৪ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়িয়েছে। একতলা বাড়ির ছাদও জলের তলায়। এদিকে কলেরায় দৈনিক ১০—১২ জন করে মারা যাচ্ছে। কোন সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি।

স্থানীয় প্রাক্তন এম এল এ শ্রীদেবী বসু জানান, গত সত্তর-আশি বছরের মধ্যে এমন ভয়াবহ অবস্থা আর কখনও

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

স্ট্রানড রোডে গঙ্গার জলে থই থই

স্টাফ রিপোরটার

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সোমবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হতে পারে রবিবার মাঝে মাঝে জোর বৃষ্টি হয়েছে। আবার রোদও ঝলমল করে উঠেছে। তবে রাস্তাঘাটে যেমন জলকাদা তেমনিই ছিল।

এদিন রাত্রে গঙ্গায় বানের পর জোয়ারের জল স্ট্রানড রোডকেও ভাসিয়ে দেয়। এদিকে জল ওঠে ময়দানের ওপর। গঙ্গার ধারে বহু গুদামে জল ঢুকে যায়। ফলে খাদ্য-শস্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রবিবার বৃষ্টি হয়েছে মোট ৭·১ মিলিমিটার। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপ ছিল যথাক্রমে ২৮·৬ সেঃ ও ২৫·৬ সেঃ।

গঙ্গার বানে কালীঘাট মন্দির জলমগ্ন

স্টাফ রিপোরটার

রবিবারও গঙ্গায় জোর বান হয়েছে। বানের জলে কালীঘাটে কালীমন্দিরে সিঁড়িগুলি সব ডুবে যায়। জল নামতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে যায়।

জল পুলিশ সূত্রে বলা হয়, এদিন সকালে বানের উচ্চতা ছিল সাড়ে একুশ ফুট। স্ট্রানড রোড ডুবে যাওয়াতে সেখানে নৌকা চলেছে। বান দেখার জন্য আগে হতেই কয়েক হাজার লোক গঙ্গা তীরে ভিড় করেন। যাঁরা রাস্তায় গাড়ি রেখেছিলেন বান এসে যাওয়ার সঙ্গে চটপট তাঁদের গাড়ি সরিয়ে নিতে হয়। দেখতে দেখতে কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণহানির কোন খবর পাওয়া যায়নি।

গোমতীর প্লাবনে লখনউ বিপন্ন

লখনউ, ৫ সেপটেম্বর—গোমতী নদীর জল বিপদ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ শহর প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজ রাত্রি পর্যন্ত শহরের নিম্নাঞ্চল থেকে ৫ সহস্রাধিক লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জেলা ম্যাজিসট্রেট জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সচেতন আছেন এবং সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেনাবাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লখনউ জেলায় বন্যায় ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই নিয়ে সারা রাজ্যে বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৬।

লখনউ শহরের কোন কোন রাস্তায় ও গলিতে বুকভর জল জমে যায় এবং কোন কোন বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে ভাসিয়ে দিয়েছে। —ইউ এন আই

উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ডাঃ আর্ল এস্ স্লোন্স্-এর অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মূলা যা উপশম করে

পেশীর ব্যথা

মচকানি গাঁটে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা

স্লোন্স্ বাম আস্তে ঘষে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই টের পাবেন এর আরামদায়ক তাপ ব্যথা বার করে আনছে। এর জোরালো উপাদানগুলি পেশীর গভীরে গিয়ে তাপ উৎপাদন করে, যার ফলে রক্ত-চলাচল বেড়ে গিয়ে চট করে আপনার ব্যথার উপশম হয়। এই হল ডাঃ স্লোন্স্-এর অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মূলার কাজের ধারা।

স্লোন্স বাম তেলতেলে নয়, এ থেকে দাগ ধরে না। এতে সেই "তাপ-ক্রিয়া" আছে, যা স্লোন্স্ লিনিমেণ্টকে ৭৫ বছরের ওপর ধরে জগৎ-বিখ্যাত করে রেখেছে।

৩টি সাইজে পাওয়া যায়: ৫ গ্রাম টিন। ১০ গ্রাম আর ৩৫ গ্রাম শিশি।

স্লোন্স্ বাম ও স্লোন্স্ লিনিমেন্ট

অসাধারণ ব্যথা-উপশমকারী "তাপ-ক্রিয়া"।

জগৎ বিখ্যাত ব্যথা-উপশমকারী, ব্যবহার হয়ে আসছে ৭৫ বছরের ওপর

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে

ফসফোমিন®

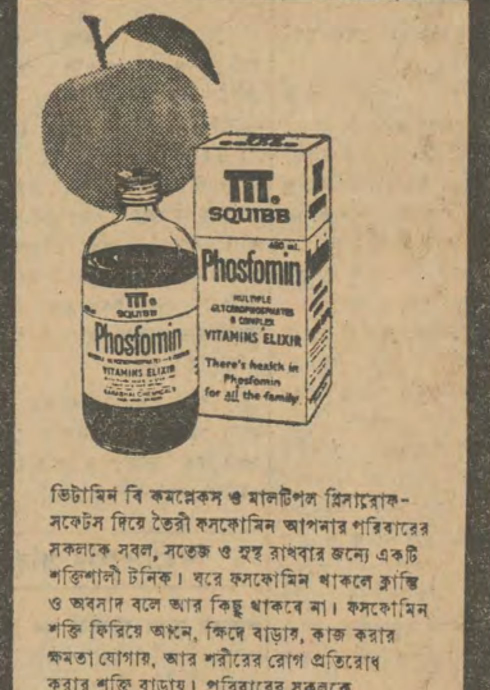

ভিটামিন বি কমপ্লেকস ও মালটিপল গ্লিসারোফসফেটস দিয়ে তৈরী ফসফোমিন আপনার পরিবারের সকলকে সবল, সতেজ ও সুস্থ রাখবার জন্যে একটি শক্তিশালী টনিক। ঘরে ফসফোমিন থাকলে ক্লান্তি ও অবসাদ বলে আর কিছু থাকবে না। ফসফোমিন শক্তি ফিরিয়ে আনে, খিদে বাড়ায়, কাজ করার ক্ষমতা যোগায়, আর শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়ায়। পরিবারের সকলকে স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলে।

ফসফোমিন—
ফলের গন্ধে ভরা সবুজ রং'এর ভিটামিন টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড

Shilpi-HPMA-31/71 Ben.

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele : ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

কর্পোরেশনের কারপার্কিং কালেক্টর চাই নগদ জামিন ৫০, সত্বর যোগাযোগ। বক্স নং ৯০২৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭০)

পার্টটাইম বয়স্ক পুরুষ স্টেনো চাই। ...

কর্মখালি

দি ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

দুর্গাপুর ডিভিসন

(কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা)

প্রেস বিজ্ঞাপন নং

ডিপি পিইআরএস/পি-১৮/৭১

নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য দি ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দুর্গাপুর ডিভিসন (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকদিগের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে :

১। **পদ: আর্মেচার ওয়াইণ্ডার গ্রেঃ ১**
বেতনক্রম: ২০৫-৭-২৪০-৮-২৮০-১০-৩০০, টাকা।
স্পেসিফিকেশন: ম্যাট্রিকুলেশন পাস বা সমতুল।
সংশ্লিষ্ট কোন ট্রেডে আই টি আই পাস।
এইচ টি এবং এল টি (এ সি এবং ডি সি) মোটর ও জেনারেটর ওয়াইণ্ডিং, কয়েল ওয়াইণ্ডিং ইত্যাদিতে কোন উত্তম ইলেকট্রিক্যাল রিপেয়ার শপে অন্ততপক্ষে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা।
বয়স: ৩৫ বৎসরের নীচে।

২। **পদ: কেবল জয়েন্টার গ্রেঃ ১**
বেতনক্রম: ২০৫-৭-২৪০-৮-২৮০-১০-৩০০, টাকা।
স্পেসিফিকেশন: ম্যাট্রিকুলেশন পাস বা সমতুল।
সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই পাস।
কোন বৃহৎ আন্ডারটেকিং-এ এইচ টি এবং এল টি কেবল জয়েন্টিং-এ অন্তত ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ইস্যু করা এইচ টি এবং এল টি কেবল জয়েন্টিং-এর লাইসেন্সধারী হইতে হইবে।
বয়স: ৩৫ বৎসরের নীচে।

৩। পদ: ডার্ক-রুম অ্যাসিঃ-কাম- ...

কর্মখালি

যে সকল প্রার্থী এন সি সি, স্কাউটস, সেণ্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স কোর্স ইত্যাদির বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এডুকেশনাল ক্যাম্পিং পরিচালনাও করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। তাঁহার খেলাধূলার জন্য ক্লাব গঠন, নাটক, আউটডোর এক্সকারশন, কালচারাল সোসাইটি ইত্যাদির ন্যায় বিভিন্ন সামাজিক ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যকলাপ সংগঠনে স্বাভাবিক প্রবণতা বা অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিষয় নিম্নতর ২০৫-৭-২৪০-৮-৩০০, টাকার বেতনক্রমের জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

বয়স: ৩৫ বৎসরের নীচে।

সাধারণ শর্তাদি:

বেতন ছাড়াও পদগুলিতে মহার্ঘ ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, ছুটির উদার নিয়মাবলী, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, লীভ ট্রাভেল কনসেশন, পারিবারিক পেনসন স্কীম ইত্যাদির ন্যায় অন্যান্য সুবিধাদি আছে। যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

ফিনান্স ম্যানেজার, ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দুর্গাপুর ডিভিসন, দুর্গাপুর-১-এর অনুকূলে কাটা পোস্টাল অর্ডার কি হিসাবে (অফেরতযোগ্য) ক্রঃ নং ১ হইতে ৪ পদের ক্ষেত্রে ৫ টাকার (তফসিলি জাতি/উপজাতির জন্য টাঃ ১·২৫ পঃ) এবং ক্রঃ নং ৫ এবং ৬ পদের ক্ষেত্রে টাঃ ৭·৫০ পয়সার (তফসিলি জাতি/উপজাতির জন্য টাঃ ২·৫০ পঃ) রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারসহ বয়স, যোগ্যতা, বিভিন্ন চাকুরিতে যে ডিউটি করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে প্রাপ্ত বেতন উল্লেখে অভিজ্ঞতার কাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত সাধারণ কাগজে (টাইপ ...

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

সন্তোষপুর নিউ আলিপুরে জি ব্লকে রাস্তার উপর ছোট/বড় প্লটে খালি জমি শীঘ্রই বিক্রয়। পি ঘোষ, ৪৯, দেব লেন, কলি-১৪ (৪৪-৭৭১৪) (সি ৫৯৭)

বিক্রয়—নূতন বাংলা, কভার্ড ১৮০০ বর্গফুট, জমি ৬॥ কাঠা। পি ৬৮ সি আই টি স্কিম VIM, কলিকাতা-৫৪। ফোন ৪৫-৪৬০৯ বা চ্যাটার্জি, ২৪ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিসার্স ফ্ল্যাটস, বেলভেডিয়ার, কলিকাতা-২৭। (সি ৭০০)

মোটরকার-লরী

চালু অবস্থায় স্কুল ভ্যান (বেড ফোর্ড ১৯৫১ মডেল) বিক্রয় হইবে। সাক্ষাৎ করুন—কে পি মণ্ডল, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, ১৩নং বিপিন মিত্র লেন, কলি-১৩। (সি ৪১২)

স্মৃতির উদ্দেশে

শকুন্তলা, মা আজ দু বৎসর আমাদের ছেড়ে গেছো। এক মুহূর্তও তোমায় ভুলি নাই। ভগবান তোমার আত্মার শান্তি করুন। মা, বাবা কাকা কাকীমারেরা। (সি ৪২৯)

ব্যবসা-বাণিজ্য

পুরাতন টাকা ?

বর্তমানে বিভিন্ন সালের টাকা আমরা ১ টাকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি। (১) ভিক্টোরিয়া (১৮৩৯) ৩০০, (২) ভিক্টোরিয়া (১৮৪১) ২৫০, (৩) পঞ্চম জর্জ (১৯০৫/১৯০৬) ২৫০, (৪) সপ্তম এডওয়ার্ড (১৯০১) ২৫০। বিনামূল্যে মূল্যতালিকার জন্য লিখুন। রু স্টার কিউরিও (এক্সপোর্টার্স) ৪০, লেক এভিনিউ, কলি-২৬ (৪৬-৭৯৭১)। (সি ১০২২)

ব্যক্তিগত

মাঙ্ক মঞ্জার ভবনের নিবেদন। ৮-৯-১৯৭১ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় মাঙ্ক ...

টেন্ডার

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বস্তি ইমপ্রুভমেন্ট ডিভিসন নং ১, সি পি ডব্লিউ ডি, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড (ম্যাজেঃ স্কোয়ার), কলিকাতা-২০ কর্তৃক সি পি ডব্লিউ ডি-র অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, এম ই এস ও রেলওয়ের যথাযথ শ্রেণীর ঠিকাদার এবং স্থানীয় সংস্থা, সরকারি সংস্থা, কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত স্বীকৃত ঠিকাদার অথবা কোন বেসরকারী সংস্থার সন্তোষজনকভাবে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এরূপ ঠিকাদারদের নিকট হইতে ১৫-৯-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা শতকরা হারের টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :—

উত্তরে সেলিমপুর রোড, পূর্বে ও দক্ষিণে কে পি রায় রোড এবং পশ্চিমে ঝিল রোড সীমানাযুক্ত ঢাকুরিয়া অঞ্চলে (ব্লক নং ৩) বর্তমান রাস্তাসমূহ, ড্রেণ, ফুটপাত ইত্যাদির উন্নয়নমূলক কাজ।

অনুমিত ব্যয় : ৩,৩১৮৭৫, টাকা।

টেন্ডার ঐদিন বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। বায়না হিসাবে ৩২৯৭, টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে অথবা উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত কোন সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ডিপজিট অ্যাট-কল রিসিট-এর আকারে জমা দেওয়া যাইবে। শর্তাবলী ও টেন্ডার ফরম ১৩-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে-কোন কাজের দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত অফেরৎযোগ্য ১৫ টাকা (পনের টাকা) তাঁহার অফিসে পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার উপরোক্তভাবে বায়নার টাকা জমা দিবেন না, তাঁহাদের টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে। (৪৯৯৪)

১৯৭১—৭২ সালে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মিলের তৈরি ৩০,০০০ মিটার "লংক্লথ" সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাসিঃ ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস (ইকুপমেন্ট অ্যান্ড ...

টেন্ডার

একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বাঁকুড়া কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ, পি ডব্লিউ (রোডস) ডিপার্ট, বাঁকুড়া বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, ৭৫,২৯৩ টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সোনামুখী-রাঙামাটি রোডের দ্বারকেশ্বর নদীর উপরস্থিত ব্রিজের সোনামুখী সাইড অ্যাপ্রোচে ৫'×১০'×১০' বক্স কালভার্ট নির্মাণ-এর জন্য টেন্ডার (১৯৭১-৭২ সালের টেন্ডার নোটিস নং ১০ বিসিডি-এর ক্রঃনং ৩ দ্রষ্টব্য) গ্রহণের ও খোলার তারিখ এতদ্দ্বারা ১৪ সেপ্টেম্বর ৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল। এন আই টি-এর অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রহিল। আরও জানান যাইতেছে যে, প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদিগকে টেন্ডার ফরমের আবশ্যক ইস্যু অর্ডার পাওয়ার জন্য উপরোক্ত কাজের নিমিত্ত টেন্ডার ফরম ইস্যুর জন্য সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, রোড কনস্ট্রাকশন সার্কেল নং ১, ভবানী ভবন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭-এর নিকট সরাসরি তাঁহাদের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে এবং উহার পর উক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

৩৫০৪(২) আই পি আর/এ/৭১ (৯০১৪)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (ই অ্যান্ড এস) পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স, ১৪২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪, ১৯৭১-৭২ সালে সোডি-বাইকার্ব, আই পি, ৫০ কেজি ব্যাগ সরবরাহের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেন্ডার দাখিল করিবার শর্তাবলী সপ্তাহে কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে বেলা ২-৩০টা এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সে পাওয়া যাইবে। নির্ধারিত ফরমে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। প্রতিটি ২ টাকা মূল্যে উক্ত ঠিকানায় টেন্ডার ফরমের স্পেসিমেন কপি পাওয়া যাইবে। টেন্ডারদাতাগণকে বায়না বাবদ ৫০০, টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। টেন্ডার ফরমের স্পেসিমেন ...

টেন্ডার

বি ডি পি কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিঃ, সুবর্ণপত্তন, পোঃ কাজিপাড়া, বারাসাত। প্রায় আট বিঘা জমি ভরাট ইত্যাদি করিয়া বাড়ী তৈয়ারীর উপযুক্ত করার জন্য ২১-৯-৭১ তারিখ মধ্যে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ১৯,০০০,। বিশদ বিবরণ সোসাইটি অফিসে বেলা ১২টা—৩টা।

এ কে মিত্র,
একজিকিউটিভ অফিসার। (সি ৪৯১)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড পি)-এর অফিস
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সেল নোটিস নং এস—৩/৭১

"যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে "কপার অয়ার স্ক্র্যাপ বিক্রয়ের জন্য টেন্ডার" শীর্ষাঙ্কিত দুই প্রস্থে সীলকরা টেন্ডার সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড পি) কর্তৃক আহ্বান করা যাইতেছে। ২০-৯-৭১ তারিখ বেলা ৫টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং পরদিন উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে একই অফিসে বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

শনিবার বাদে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে উক্ত অফিসে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুরোধক্রমে পাওয়া যাইবে।

(৪৯৯৬—এ)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডিভিসন, কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডাইরেক্টরেট পি ডব্লু ডি, বনাবাস প্যালেস, বিজয়চাঁদ রোড, বর্ধমান—বর্ধমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজসহ ইউ-৭এ টাইপের কোয়ার্টারের (১২টি ফ্ল্যাট) দুইটি অতিরিক্ত ইউনিট নির্মাণের নিমিত্ত কনস্ট্রাকশন বোর্ড এবং পি ডব্লু ডি-এর ১ম শ্রেণীর/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ...

টেন্ডার

তাঁহাদের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের হাল সময়ের সার্টিফিকেট এবং এই ধরনের কাজ সম্পাদনে তাঁহাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের সমর্থনে মূল পরিচয় পত্রাদিও দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক টেন্ডারের সঙ্গে উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অনুকূলে বায়নার টাকা জমা দেওয়ার সুশিলট আর বি আই চালান/এন পি এস সি/এন ডি সি থাকা চাই। উক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে। টেন্ডার ঐ দিন বেলা ২টার পর তৎকর্তৃক প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৩৫১৭(২) আই পি আর/এ/৭১ (৯০২২)

কলিকাতা-১ অধীন ১০-এ নং অকল্যান্ড রোডস্থিত রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডাইরেক্টরেটে লং ক্লথ, মার্কিন, শার্টিং, ছাপা কাপড়, ব্লু ড্রিল, রঙীন লং ক্লথ, রঙীন ধুতি ও শাড়ী (টেন্ডার ফরমের বিবরণী মতো) সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে টেন্ডার পাঠাইতে হইবে। খোলার তারিখ হইতে ৩০ দিন পর্যন্ত সকল টেন্ডার বলবৎ রাখিতে হইবে। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত কাজের দিনে আর আর ডাইরেক্টরেটের অ্যাকাউন্ট ব্রাঞ্চে প্রতি প্রস্থ ১ টাকা মূল্যে (অফেরতযোগ্য) সম্পূর্ণ বিবরণীসহ টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে যে কোনো টেন্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। ১০-৯-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৩৫১৮(৩) আইপিআর/এ/৭১ (৯০২১)

সামরিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

...

দরখাস্ত ১ হইতে ৪নং-তে বর্ণিত পদের ক্ষেত্রে সেক্রেটারির নিকট এবং ৫নং-তে বর্ণিত পদের ক্ষেত্রে পারসোনেল ম্যানেজারের নিকট (ঠিকানা ৪, ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-১) ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে পাঠাইতে হইবে। (৪৭৯৯)

প্রাপ্ত ও ইস্যু-করা দ্রব্যাদির জন্য রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে এবং উপরোক্ত বিষয়ের সাহিত সম্পর্কিত চিঠিপত্রাদি ডীল করায় তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। টাইপিং-এর জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

স্নেহের মালা তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করিব। শীঘ্র চলে এস, তোমার মা অসুস্থ। ইতি বাবা (সি ৪৩৩)

১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

৩৫০৭(২) আই পি আর/এ/৭১ (৯০১৭)

পূজা ও গান্ধী-জয়ন্তী উপলক্ষে
বিশেষ রিবেট দেওয়া হইতেছে
স্পান সিল্কে-৩৫% রীল্ড সিল্কে-২৫%
(২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ও ১১ই হইতে ২৩শে অক্টোবর '৭১ পর্যন্ত)
সূতী খাদিতে-২০% | ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ও ১৪ই হইতে ১৬ই অক্টোবর '৭১ পর্যন্ত
সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল
(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন দ্বারা স্বীকৃত)
শুদ্ধ সিল্ক ও খাদি বস্ত্র বিক্রেতা
৭৪, বড়তলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ (সতানারায়ণ পার্কের উত্তরে)
প্রধান কার্যালয় ও উৎপাদন কেন্দ্র—বিষ্ণুপুর
• শনি ও রবিবার সহ দোকান প্রতিদিন খোলা থাকিবে •
(৪৯৭৯ এ)

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০, টাকা)
সাপ্তাহিক খেলার (রবিবারের বিশেষ) ফলাফল : ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(২রা সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)
রবিবারের বিশেষ প্রথম পুরস্কার ২০,০০০, টাকা অথবা কার
টিকিট নং E-572345
দ্বিতীয় পুরস্কার ৩,০০০, টাকা অথবা স্কুটার
টিকিট নং E-139864
চল্লিশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০, টাকা

B-489390	F-278251	D-054784	A-250235	G-278725	F-179157	G-085512	D-238033
B-577422	G-431796	F-207483	D-370115	B-275122	B-806955	B-118215	C-002670
G-247149	C-490438	F-332279	A-588799	E-164543	G-187265	G-096908	G-494095
C-368836	D-870148	B-279904	G-268898	B-588133	C-328122	E-711124	C-375660
B-047453	C-500184	C-163097	C-468065	G-220347	A-434969	G-142896	D-469937

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।

পূর্ব রেলওয়ে

কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার সিটি বুকিং অফিসের কাজের সময়

পূজার ছুটির সময় ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার সিটি বুকিং অফিসে রিজার্ভেশনের নিমিত্ত প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থ ও সীট বরাদ্দ করার ফলে কেবল তৃতীয় শ্রেণীর বুকিং এবং বার্থ ও সীট রিজার্ভেশনের জন্য খোলার সময় ১৩-৯-৭১ তারিখ হইতে ১৮-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত সকাল ৯-৩০টা হইতে সকাল ৮টায় সাময়িকভাবে আগাইয়া আনা হইবে (বন্ধের সময় বিকাল ৪-৩০টায় অপরিবর্তিত থাকিবে)।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

ওমেগা দল আবার পাক ফৌজের কবলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানবিক। নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও পীড়িত মানুষের সেবার জন্য রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বেড়া ভেঙে মানুষের সহজ সত্য দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই সংগঠনের কাজ।

ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ২০ মিনিটে গতবারের সেই একই পথ ধরে পেটরাপোল সীমান্ত হয়ে সড়ক পথে দলটি বাংলাদেশের বেনাপোলে প্রবেশ করেন। সীমান্ত থেকে প্রায় চারশ' মিটার পার হবার পর তিনজন পাকিস্তানী সৈন্য হঠাৎ জানাকির ধানক্ষেত থেকে উঠে এলো। এপারে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক ও আরও অনেকে দেখছিলেন। তাঁরা দেখলেন, কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর তিনজন সৈনাই চলে গেল। দলের চারজনই এগিয়ে যেতে লাগলেন। আবার দেখা গেল পাক ফৌজের ৯ জন এসে দলটিকে ঘিরে ফেললো। তাদের ফৌজী অফিসার বলেই মনে হচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক খুব তর্কাতর্কি চললো, তারপর দলের সকলকে আটক করে পাক ফৌজ নিয়ে চলে গেল।

নোটিস

জেলা ২৪ পরগনা—
মোকাম আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত।
সন ১৯৭১ সালের ১০৫ মিসকুডিশিয়াল মোকদ্দমা।
দরখাস্তকারী—ট্রাস্টি শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, ৪১ডি, ডিহি শ্রীরামপুর রোড, থানা বেনেপুকুর, জেলা ২৪ পরগণা।

উপরোক্ত মোকদ্দমায় ট্রাস্টি দরখাস্তকারিণী থানা বেনেপুকুর ৪১ ডি, ডিহি শ্রীরামপুর রোডের কমবেশী ১ এক কাঠা ১২ বার ছটাক নিষ্কর বাস্তুজমি মায় তদুপরিস্থিত একতলা তিন কামরা ঘর জলকল ড্রেন পায়খানার ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনের ৩৪ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ যাহা ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতেছে তাহা বিক্রয়ের অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ১৪।৯।৭১ তারিখের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন এবং উক্ত তারিখে শুনানী হইবে অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা হইবে।

অদ্য সন ১৯৭১ সালের ২।৯ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমতানুসারে
স্বাঃ শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার
আলিপুর জেলা জজ আদালত
(সি ৫৯২)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার
বুকস্টল ঠিকা

নিম্নোক্ত স্টেশনগুলিতে ৫ বৎসরের জন্য একটি করিয়া বুকস্টল চালাইবার নিমিত্ত ব্যক্তি ফার্মসমূহের নিকট হইতে (এই লাইনের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়) পৃথক পৃথক দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে: (১) ভাণ্ডারা রোড, (২) সেহারাবাজার, (৩) বর্ধমান, (৪) ... (৫) কাটাবাঞ্জি, (৬) মহাশমুণ্ড, (৭) খরিয়ার রোড, (৮) কামটী, (৯) গোন্ডা রোড, (১০) সাক্ষীগোপাল, (১১) বনাঘাট, (১২) হাটিয়া, (১৩) গড়বেতা। লাইসেন্স ফি বার্ষিক মোট বিক্রয়ের উপর ২½% হারে এবং প্রেমিসেসের ভাড়া ইত্যাদি। নিয়োগের পর প্রার্থীদিগকে স্টল পিছু ২৫০, টাকা হারে জামিন জমা দিতে হইবে।

বিশদ বিবরণ এবং নির্ধারিত দরখাস্তের ফরম ১৫-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে পাওয়া যাইবে। সীলকরা খামে নিম্নবর্ণিতের শিরোনামে এবং "—তে বুক স্টলের জন্য দরখাস্ত" (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) খামের উপরে লিখিত দরখাস্ত অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ রেজিস্টার্ড পোস্টে এমনভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা ৩০-১০-৭১ তারিখ মধ্যে ১১ গার্ডেনরীচ রোড, কলিকাতা-৪৩ ঠিকানায় নিম্নবর্ণিতের অফিসে পৌঁছে।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসনের সংরক্ষিত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

চীফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার
(৯০৩৩)

মেদিনীপুরে আদি কংগ্রেসের নথিপত্র নষ্ট করার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার

মেদিনীপুরে অফিসের দখল ছেড়ে দেওয়ার আগে নব কংগ্রেস কর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু মূল্যবান দলিল এবং বইপত্র নষ্ট করে গিয়েছেন। কলকাতায় আদি কংগ্রেসের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত রবিবার রাত্রে এই অভিযোগ করেন।

শ্রী দত্ত আরও অভিযোগ করেন, নব কংগ্রেস কর্মীরা আদি কংগ্রেসের অফিসের একটি আলমারি এবং কিছু রেকর্ডও নষ্ট করেছেন,

উঃ ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

বেইরুট, ৫ সেপ্টেম্বর—উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট কাদির আবদুল রহমান ইরইয়ানী সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল হাসান আমারির পদত্যাগপত্র (উভয় পদ থেকেই) গ্রহণ করেছেন বলে সানা বেতার জানিয়েছে। —এ পি

রাধাকৃষ্ণন : ৮৩

মাদরাজ, ৫ সেপ্টেম্বর—প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণন আজ তিরাশি বছরে পদার্পণ করলেন। দিনটি সারা দেশে শিক্ষক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

বহুলোক আজ ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নিবাসে এসে তাঁকে জন্মদিনের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। বহু অভিনন্দন বার্তা ডাক ও তার মাধ্যমে আসে। —পি টি আই

পুজোর মুখে মিলের কাপড় সরবরাহে অব্যবস্থার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার

আসন্ন দুর্গাপূজার মুখে কলকাতা এবং এই অঞ্চলে মিলের কাপড় সরবরাহের অব্যবস্থার অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ডেপুটি ডিরেক্টর পর্যায়ের একজন অফিসারের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার পঃ বঃ টেক্সটাইল ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল উক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রী আর কে কুলকার্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে ট্রেনযোগে বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিল থেকে কাপড় আনার ব্যবস্থার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার অনুরোধ জানান। মিলে তৈরী সুতীবস্ত্রের অভাবে রেডি-মেড পোশাকের ক্ষেত্রে অসুবিধার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

অন্য দিকে পূজার সময় চিনির ঘাটতি আশঙ্কা করে বেঙ্গল সুগার মারচেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অবিলম্বে চিনি আমদানির জন্য যথেষ্ট ওয়াগন বরাদ্দের এবং প্রয়োজনের জন্য অন্তত এক লক্ষ ব্যাগ চিনি মজুত রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

আজ সোমবার (৬ সেপ্টেম্বর) থেকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার দোকানগুলিতে সুজি আর রেশনদ্রব্য হিসাবে সরবরাহ করা হবে না বলে এক সরকারী প্রেস-নোটে জানানো হয়েছে। ওইদিন থেকে রেশন এলাকায় সুজির আনা বা বাইরে পাঠানো সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, তবে সুজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী আরতি মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল পাইয়াছেন। গবেষণার বিষয় ছিল "অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ স্যাংস্কৃট মেট্রিক্‌স।" (এ)

সেন পূজা
বনটন
(পার্ক স্ট্রীট ও ক্যামাক স্ট্রীট জংশন)

১। কুর্তা, কটন শাড়ি	...	১২ টাকা প্রতিটি
২। শাড়ি, হ্যান্ড প্রিন্ট, টেরিকট	...	১৫ টাকা প্রতিটি
৩। বাংগালোর কোরা হ্যান্ডলুম শাড়ি	...	২০ টাকা প্রতিটি
৪। টেরি ভয়েল, ফুল ভয়েল, রেশমী শাড়ি, রুবিয়া ভয়েল, সিল্ক জর্জেট, শিফন শাড়ি, লুঙ্গি সেট, বেল বটম সেট	...	২৫ টাকা প্রতিটি
৫। জাপানী কোয়ালিটি নাইলন জর্জেট এবং ফ্রেঞ্চ কোয়ালিটি শিফন শাড়ি	...	৪৫ টাকা প্রতিটি
৬। কাশ্মীর সিল্ক, নাইলন জর্জেট, ফুল ভয়েল, সেমি শিফন	...	৩৫ টাকা প্রতিটি
৭। টেরিন স্যুটিং ও শার্টিং		২৫% হইতে ৪০% ডিসকাউন্ট

পূজা পর্যন্ত এই বিশেষ হ্রাস মূল্য দেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি কিনুন। স্টক সীমিত। আপনার সুবিধের জন্য নীচের ঠিকানায় আমরা একটি সেলস ডিপো খুলেছি :
১৯৬/২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ (স্নাই ক্লাব রেস্তোরাঁর কাছে)
উভয় শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। নিজের সুবিধামতো কেনাকাটা করুন।
INTERADS
(৯০২৪ এ)

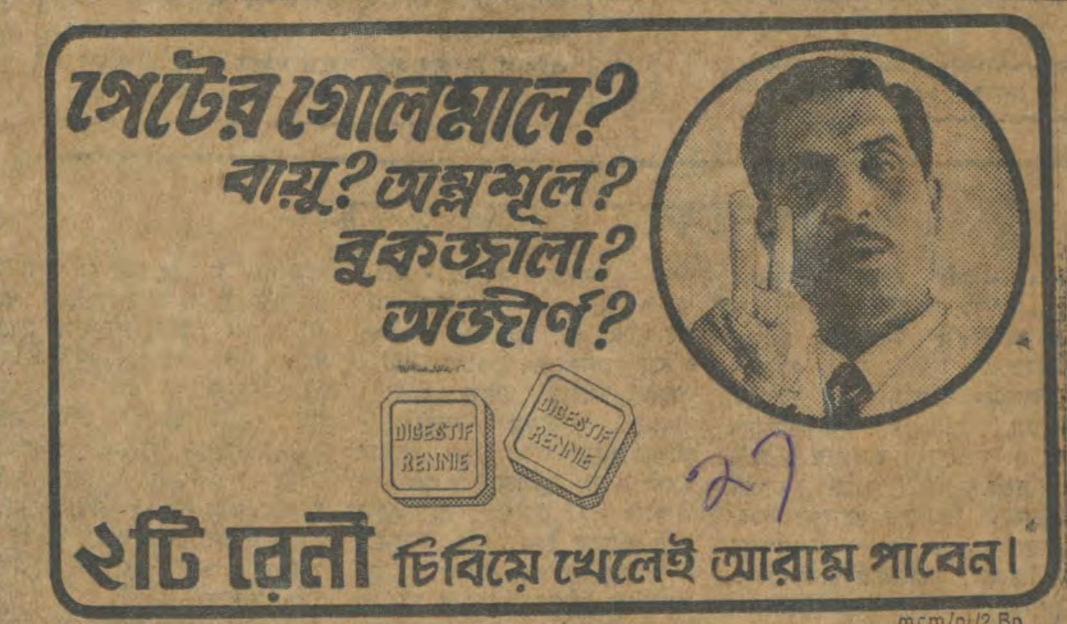

RAJASTHAN
STATE LOTTERIES
FIRST PRIZE
Rs.10 LAKHS
TICKET Re. 1/- | 23rd Draw 18-9-1971

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল।
একটি পুরস্কার—৫,০০০, টাকা
টিকিট নং B-098608
প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার ১০টি পুরস্কার
টিকিট নং

C-781726	C-940343
D-501040	D-512091
E-039981	E-616847
F-574975	F-617115
A-999112	A-039161

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৫৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার।
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর

ডায়মণ্ড®
চেন
মৌলিক
সরঞ্জাম

হিসাবে অ্যামবাসেডর • ল্যাম্ব্রেটা • পার্কিন্স • ভেস্পা • জাওয়া
রাজদূত • টেম্পো • বুলেট – এবং অন্যান্য অনেক যানে ব্যবহার্য।
চেন বদলাবার সময় মনে রাখবেন যে আপনার যানের পক্ষেও এই চেনই সবচেয়ে উপযোগী।
FOSTIDI316RBEN

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার, ২০ ভাদ্র, ১৩৭৮

দিনের বাণী

তুমি যে সব কর্ম করছো, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তা'হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রস্থান

এক-আধটি নয়, কলিকাতার একাত্তরটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ মহানগরীর শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়া উত্তরপ্রদেশে গিয়াছে কিংবা যাই-যাই করিতেছে। গাজিয়াবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এমন কী, এলাহাবাদের আশেপাশে তাহাদের মধ্যে একত্রিশটিকে ঠাঁই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকীদের আবেদন উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিল্প-দপ্তরে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের গতি এখনও হয় নাই। তবে আজ না হউক, কাল তাহাদের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, কেননা, শিল্প-প্রসারের এমন সুযোগ উত্তরপ্রদেশ কেন, কোনও রাজ্যই ছাড়িয়া দিবে না। কলিকাতা হইতে আগন্তুক শিল্পপতিরা ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকার উপর উত্তরপ্রদেশে লগ্নী করিয়াছেন। আরও প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা তাঁহারা সে রাজ্যে খাটাইতে প্রস্তুত।

সংবাদটা উত্তরপ্রদেশের পক্ষে শুভ হইলেও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন না ঘটিলে রাজনৈতিক স্থিরতা আসিবে না। তাহার জন্য ষোলো দফা কর্মসূচীও তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কর্মসূচী সরকারী দলিলপত্রেই থাকিয়া যাইবে, যদি একে একে শিল্পের দেউটি এ রাজ্যে নিবিয়া যায়। পুরাতন শিল্পই যদি থাকিতে না চায়, তাহা হইলে কোন্ ভরসায় নূতন শিল্প গড়িতে এ রাজ্যে শিল্পপতিরা উদ্যোগী হইবেন?

গালাগালি দিয়া কিংবা চোখ পাকাইয়া কোনও ফল হইবে না—বরঞ্চ তাহাতে অবস্থাটা আরও খারাপ হইয়া পড়িবে, যাঁহারা যাই-যাই করিতেছেন, তাঁহারাও মনস্থির করিয়া ফেলিবেন। এক্ষেত্রে বাঁধন আরও কষিতে গেলে ছিঁড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা। ঘোড়া যদি বাঁকিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার মুখে দানা তুলিয়া দিলেও সে চিবাইবে না। সোজা কথায়, একটা কাজ করিবার ইচ্ছা যদি কাহারো না থাকে, তাহা হইলে জোর-জবরদস্তি করিয়া সে-কাজ তাহাকে দিয়া করানো যায় না। বরঞ্চ কেন সে কাজটা করিতে চায় না, সেটার কারণ বুঝিতে পারিলে তাহাকে দিয়া কাজটা করাইয়া লওয়ার উপায় হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে শিল্পপতিরা দল বাঁধিয়া চলিয়া যাইতেছেন কেন? তাঁহারা বাঙালীবিদ্বেষী, এমন কথা মনে করিবার হেতু নাই। যে রাজ্যে তাঁহারা এতকাল করিয়া খাইতেছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাঁহারা হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠিলেন কেন? হিসাব লইলে দেখা যাইবে, যাঁহারা এ রাজ্য ছাড়িয়া উত্তরপ্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অবাঙালী নন। বিস্তর বাঙালীও তাঁহাদের দলে আছেন। অতএব এ স্থান ত্যাগের পিছনে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা কিংবা অহেতুক বাঙালীবিদ্বেষ নাই।

তাহা হইলে তাঁহারা যাইতেছেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর—তাঁহাদের পোষাইতেছে না। কারখানায় কারখানায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহাতে সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব নয়। যতই পরিচালকেরা চেষ্টা করুন না কেন, পদে পদে উৎপাদনে যদি বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে লাভ করা দূরের কথা—দিনগত পাপক্ষয় করাই অসম্ভব। কর্মীদের ন্যায্য দাবি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই মেটানো উচিত। নহিলে অসন্তোষ ঘোচে না। কিন্তু অবাস্তব দাবি তুলিলে কাজ বানচাল হইয়া দেশের যে ক্ষতি হয়, তাহার প্রমাণ ফরাক্কা ও হলদিয়া রেলপথ-প্রকল্প রূপায়ণে অযথা বিলম্ব।

প্রশ্নটা ব্যক্তিগত মালিকানা বনাম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নয়। তাবৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি শিল্প সরকার যদি নিজেদের অধিকারে আনেনও—যদিও সেটা সম্ভব নয়—তাহা হইলেই কি গোল মিটিবে? উৎপাদনে যদি ভাটা পড়ে, কারখানার যদি শৃঙ্খলা না থাকে, তাহা হইলে মালিক যেই হউক না কেন, সে কারখানা টিকিবে না। মুশকিল হইতেছে, যাঁহাদের হাতে শ্রমিক-সংগঠন, তাঁহারাও বিভ্রান্ত কর্মীদের ঠিকপথে আনার কোনও চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কাজেই সরকারী বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো দিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে শিল্প ভিন্ন রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। সে তো ভারত-বহির্ভূত অঞ্চলে নয়। সরকার সে নির্গম আইনের মুষল দিয়া ঠেকাইবেন কেমন করিয়া? রাজনৈতিক দলগুলি ও শ্রমিক-নেতারা যদি সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়া শিল্পে শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য তবেই ফিরিবে—নচেৎ নয়।

নগ্নতার ক্লাব

রামু নামক যে নেকড়ে-বালক অর্থাৎ নেকড়ের দ্বারা পালিত একটি বালক মানুষ লক্ষ্ণৌয়ের বলরামপুর হাসপাতালে কয়েক বৎসর প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহাকে কাপড় পরাইবার চেষ্টা সহজে সফল হয় নাই। কাপড় পরাইয়া দিলে রামু তাহা ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া দিত। পরিচ্ছদে আবৃত হইবার বিরুদ্ধে রামুর মনে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই চৌদ্দ বৎসর বয়সের মানবীয় বালকের বিদ্রোহ নহে। তাহা বস্তুত একটি নেকড়েরই বিদ্রোহ। শরীরের জন্য পরিচ্ছদ অথবা অন্য কোন আবরণ স্বীকার না করাই পশুত্বের সহজ সংস্কার।

তর্ক করিয়া বলিতে পারা যায়, পরিচ্ছদ হইল মানুষের একটি অর্জিত সংস্কারের সৃষ্টি। প্রাণী হিসাবে মানুষ কি তাহার জীবন-ইতিহাসের অতি-আদিম অধ্যায়ে উলঙ্গ ছিল না? হয়তো ছিল। কিন্তু মানুষের পরিচ্ছদবিহীন সেই উলঙ্গ দশা ছিল সেদিনের মানবীয় প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির অতি নিম্নদশার অর্থাৎ পশুপ্রায় দশার স্বাভাবিক প্রকাশ। যাহাকে মনুষ্যত্ব বলে, তাহার বাহক হইল প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির অর্জিত সংস্কার। পশুত্বের আদিম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এবং বহুবিধ উন্নততর সংস্কার অর্জন করিতে করিতে পশু-মানুষ সত্যিকারের মানুষে পরিণত হইয়াছে। মানবতার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অথবা অগ্রসর হইয়া মানুষ তাহার পরিচ্ছদ অর্জন করিয়াছে।

সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, হিপিরা কাশ্মীরে উলঙ্গতার একটি ক্লাব করিয়াছে। ক্লাবে যেমন পুরুষ সদস্য তেমনই নারী সদস্য আছে। এই ক্লাবে বাহির হইতে আরও সদস্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও নাকি চলিতেছে। সংবাদটি ভারতীয় সাধারণ জনজীবনের কোন সদস্যকে হৃষ্ট না করিয়া বরং আতঙ্কিত করিবে। পাশ্চাত্ত্য কলুষের সব-কিছুকে প্রগতিমূলক নূতনত্ব বলিয়া অভিনন্দিত করিবার জন্য মনোবৃত্তি উলঙ্গ হইয়াই রহিয়াছে, এমন ভারতীয় নাই। ভারতে হিপির উদ্যোগে এ উৎসাহে গঠিত ন্যাডিস্ট ক্লাব ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে কলুষ ছড়াইবার একটি ক্লেদাক্ত অভিসন্ধির ক্লাব বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়।

মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার লিখিত ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তে এমন কয়েকটি প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা নর ও নারীর নগ্নতা অথবা অর্ধনগ্নতার অনুষ্ঠান। ধর্মের নাম করিয়া এই সব অনুষ্ঠান যেখানে যে-ধরনের গোপনতার মধ্যে প্রতিপালিত হইত, বস্তুত তাহা ছিল ব্যভিচারের ক্লাব। শিক্ষিত ও শীলিত ভারতীয় তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করিয়াছে। ধর্মের নাম না করিয়া কালচারের নামে ব্যভিচারের ক্লাব স্থাপিত হইলেই-বা কি? তাহা ভারতীয় জনজীবনের ঘৃণাই পাইবে। ন্যাডিস্ট ক্লাবে ব্যভিচার থাকে না, এইরূপ প্রশস্তিমূলক মন্তব্যও অর্থহীন। নগ্ন হইয়া নরনারীর মেলামেশার ব্যাপারটাই ব্যভিচার।

উইল ডুরান্ট লিখিয়াছেন: মাইলেশিয়া নামক প্রাচীন রাজ্যে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রকোপ বড়ই বাড়িয়াছিল। রাজা ঘোষণা করিলেন, যে-নারী আত্মহত্যা করিবে তাহার দেহকে বিবস্ত্র করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইবে। এই ঘোষণার পর নারীদের আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় থামিয়াই গিয়াছিল। বস্ত্রের সহিত মনুষ্যত্বের সম্মানের সংস্কার মিশিয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন করা চলে, নগ্নতার ক্লাব বস্ত্র বর্জন করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা কি মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করিবার একটা বিকট আনন্দ নহে?

যৎকিঞ্চিৎ

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী জঙ্গী বর্বরতার শুরু হইতেই, পাকিস্তান সরকার কবি নজরুল ইসলামকে যে মাসিক ভাতা দিতেন, তাহা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। কবি বাঙালী বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে ভাতা দেওয়ার অনুপযুক্ত মনে করেন। বাঙালী কবিকে টাকা দিলে টাকার নিতান্তই অপব্যয় হইবে, পাকিস্তানী জঙ্গী মস্তিষ্কে এমন ধারণারও সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। পাকিস্তানী জঙ্গী নেতাদের যে হালচাল তাহার সঙ্গে বাঙালী কবি নজরুল ইসলামকে, তিনি যত বড় কবিই হউন, ভাতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া বেশ খাপ খায়। আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাঁহাকে আবার ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করিবার খেয়াল তাঁহাদের মাথায় কেন খেলিল, তাহা আমাদের কাছে সত্যই একটা হেঁয়ালি-স্বরূপ। কারণ চক্ষুলজ্জা, বিবেক, মমতা ইত্যাদি মানবোচিত সদ্‌গুণের বালাই যে তাঁহাদের নাই গত কয় মাসে পূর্ববঙ্গের বুকে তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। কাজেই এই ভাতা পাঠানোর প্রস্তাবের পিছনে যে পাক জঙ্গীচক্রের কোন একটা মতলব ছিল, তাহা অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। মতলব যাহাই থাকুক, কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী সে প্রস্তাব অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়া কবির উপযুক্ত পুত্রের কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত-মাখানো টাকা স্পর্শও করিব না। কবি সুস্থ থাকিলে তিনিও যে এই পাকিস্তানী ঔদ্ধত্যের মুখে প্রস্তাবটিকে নিদারুণ ঘৃণারই ছুঁড়িয়া মারিতেন তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই মহান বাঙালী কবির পক্ষে লক্ষ লক্ষ বাঙালী নরনারীর রক্তে-মাখা, অগণন নারীর নির্যাতন, অপমান ও বেদনার অশ্রুসিক্ত টাকা স্পর্শ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হইত না, সে চিন্তাতেও তিনি আঁতকাইয়া উঠিতেন।

নদীয়ায় বন্যার সঙ্গে কলেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়নি। নবদ্বীপ ব্লক এবং শহরের মধ্যে এখন পর্যন্ত দেড় হাজার বর্গগজ জায়গা জেগে আছে। বাকি সব জল। কোথাও ৫ ফুটের কম জল নেই।

শ্রীবসু অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র দুবার খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ত্রিপল পাওয়া যাচ্ছে না। হাজার হাজার লোক আশ্রয়হীন হয়ে অনশনের মুখে।

নদীয়ার অবস্থার অবনতি

রবিবার দুপুরে নদীয়া জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এদিন গঙ্গার জল দু ইনচি পরিমাণ কমেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জেলার অবস্থা অপরিবর্তিত।

এদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে কোন ট্রেন আসতে পারেনি। ৯টার পর ৪ ট্রেন চালু হয়। সড়ক-পথে কৃষ্ণনগরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। করিমপুর, তেহট্ট, কৃষ্ণগঞ্জ, পলাসিপাড়া প্রভৃতি এলাকায় মিলিটারি এবং নৌকার সাহায্যে খাদ্য প্রেরণের চেষ্টা হচ্ছে। শান্তিপুরে জাতীয় সড়কে চার ফুট জল।

আকাশপথে খাদ্যের প্যাকেট ফেলার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এ জন্য করিমপুরে স্কুল গ্রাউনড নির্বাচিত হয়েছে। অন্য কোথাও খাদ্যের প্যাকেট ফেলার জায়গা নেই, কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে এখনও দেড় হাজার জলবন্দীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নবদ্বীপ শহর [illegible] জলের তলায়। বিদ্যুৎ না থাকায় এখানে গমের কল চালানো যাচ্ছে না।

পি টি আই কৃষ্ণনগর থেকে জানান, ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙা এবং ইছামতির জল একই রকম আছে এবং জেলার বেশীর ভাগ অঞ্চল প্লাবিত করছে।

কালনা থেকে এক সংবাদে জানা যায়, সামরিক নৌকার অভাবে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

বন্যায় তিরিশ হাজার বাড়ি হয় ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হয়েছে। কালনা মহকুমার ২৫০ বর্গ মাইল প্লাবিত তিন লক্ষ লোক বিপন্ন। ত্রিপলের অভাবে প্রায় ৪০ হাজার লোক খোলা জায়গায় আছেন।

পূর্বস্থলী থানা ৪ ফুট জলের তলায়। ভাগীরথীর জল আরও বাড়বে।

কালনার অবস্থা

কালনা থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, গঙ্গার জল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মেদগাছি অঞ্চলে সাড়ে বারশ ফুট চওড়া বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার মুখে। বলাগড় থানায় একটি বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সাতগাছিয়া অঞ্চলে বেহুলা নদীর জল ঢুকে পড়েছে।

ইতিমধ্যে সমগ্র কালনার ২০ জন কলেরায় মারা গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ সারা মহকুমায় মহামারী ঘোষণা করেছেন।

পূর্বস্থলী এবং অগ্রদ্বীপ স্টেশনের মাঝখানে ৩১নং জাতীয় সড়ক জলের তলায়। সামরিক বাহিনী এখনও এসে পৌঁছোয় নি। সারা মহকুমায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক বন্যার কবলে পড়েছেন। ১২ হাজার ঘরবাড়ি পড়ে গিয়েছে।

হুগলি জেলায় বান—বন্যা

চন্দননগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রবিবার গঙ্গার বানে হুগলি জেলার নদীপারের নিম্নাঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়। চন্দননগরের প্রবর্তক স্কুলে, শ্রীরামপুরের রেল স্টেশন চত্বরে, কুমিরজলায় এবং উত্তরপাড়ার মাখলা রঘুনাথপুরে জল ঢুকে পড়ে। উত্তরপাড়া-চণ্ডীতলা রুটে বাস চলাচল ব্যাহত হয়। হিন্দ মোটর কারখানার তিনটি শপ জলবেষ্টিত হওয়ায় কদিন ধরে এক হাজারের মত শ্রমিককে লে-অফ করা হয়েছে। শ্রীরামপুরের তথ্য অফিসার জানিয়েছেন, বৈদ্যবাটি, রিষড়া কোন্নগরে এখনও জল জমে রয়েছে। দিল্লি রোড দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। শ্রীরামপুর-শিয়াখালা রোড জলে ডুবে আছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বন্যা কবলিত এলাকায় এখনই নলকূপ বসানো দরকার, নইলে মহামারী দেখা দিতে পারে।

বৈদ্যবাটির খালে রেল সেতুতে ফাটল

রবিবার জলের চাপে বৈদ্যবাটির খালের উপর রেল সেতুর কাছে ধস নামে। জলমাত্রা বিপদ সংকেত সীমায় পৌঁছনোয় যে কোন মুহূর্তে সেতুটি ভেঙে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে ধীর গতিতে ট্রেন চালানো হচ্ছে।

অশান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শান্ত করতে

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতি কার্যত অনেকের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। সেখানকার পাঁচটি রাজ্যের সরকার কোন সমস্যাকে নিয়ে নয়াদিল্লি অবধি দৌড়ে না-এলে সেসব ভারতের অন্যান্য স্থানের মানুষের চোখে পড়ে না। অথচ, একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারতের বিভিন্ন সীমান্তের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল উত্তর-পূর্বাঞ্চল। দুটি বৈদেশিক আগ্রাসনে এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বই যে শুধু লক্ষ্য করা গেছে তাই নয়, একই সঙ্গে হিমালয় সীমান্তের এই অঞ্চলে ভারত সরকারের উপেক্ষাও স্পষ্টত প্রমাণিত হয়েছে।

এই উপেক্ষা নতুন নয়। বরং ঐতিহাসিক। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র (পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও বাদ নয়) পাহাড়ী উপজাতিদের ব্রিটিশ সরকার সমতলবাসীদের কাছ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তাদের দু'শ বছরের শাসনকালে। এটাও তেমনি সত্য যে, তপশীলী উপজাতিদের এইসব এলাকা চিরকাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। এইসব এলাকার উন্নতিতেও সুবিচার চিরকাল বিলম্বিত হয়েছে।

স্বাধীনতার ষোল বছর পরে, ১৯৬৩ সালের শীতে নাগাভূমি রাজ্য গঠন করেছিল ভারত সরকার। তারপরে গঠিত হয়েছে মেঘালয়, তেইশ বছর পরে, গত বছরের মে মাসে। মণিপুর আর ত্রিপুরা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অপেক্ষায় আছে। সম্ভবত সংসদের আগামী শীতকালীন অধিবেশনে এই দুটি এলাকা রাজ্যের মর্যাদা লাভ করবে। এসব দেখেই আমরা এই সিদ্ধান্তগুলিকে 'সুবিচারেও বিলম্ব' আখ্যা দিতে পারি সহজে।

কেন না, এটা লক্ষ্য করা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলিকে আদায় করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকেই আন্দোলন করতে হয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। (নাগাভূমির আন্দোলন আট বছর ধরে চলেছিল) শুধু যে কয়েকটি জীবন-দানই এই সিদ্ধান্ত আদায় করেছে তা নয়। এই অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূল্যও দিতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

মণিপুর এবং ত্রিপুরাকে রাজ্যের মর্যাদা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার খুবই উপযুক্ততার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চল কাউনসিল (এন ই সি) গঠন করল। কাউনসিলের প্রথম প্রস্তাবে অনেকেরই আপত্তি ছিল। বিশেষ করে আসামের।

প্রথম প্রস্তাবে এই অঞ্চলে কাউনসিলের শাসন ক্ষমতার কথার উল্লেখ ছিল। কাউনসিলের হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্র প্রভাব বিস্তার করবে। কেন না, ঐ কাউনসিলের চেয়ারম্যান হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সহযোগী থাকবেন প্রতিরক্ষা, অর্থ ও পরিকল্পনার তিন মন্ত্রী। কাউনসিলের ক্ষমতার প্রশ্নে তাই আসামের আপত্তি ছিল।

বর্তমানে প্রস্তাবটিকে পুনর্বিবেচিত করা হয়েছে। কাউনসিলের ভূমিকা বর্তমানে উপদেষ্টার। শাসকের নয়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিবাদের প্রায় সবকটিই নতুন প্রস্তাবে মানা হয়েছে। যেমন, গোটা অঞ্চলের জন্য একই সর্ব-ভারতীয় কর্মচারী (আই এ এস) নিয়োগের প্রস্তাব রদ করা হয়েছে। গোটা অঞ্চলের জন্য একই রাজ্যপাল বা একই হাইকোর্ট গঠনের যে বিরোধিতা আসাম করেছে সে সম্পর্কে অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে ওটা আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হবে বলে মনে হচ্ছে।

পুনর্বিবেচিত প্রস্তাব প্রকাশের (২২ আগস্ট) পর নাগাভূমি বাদে অপর চারটি রাজ্য: মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল নেফা এবং মিজো পার্বত্যভূমি নতুন প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে। নাগাভূমি আজ (৩০ জুলাই) আট দিন পরেও তার মত জ্ঞাপন করেনি। এ কারণে, কাউনসিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে একটি সাময়িক বাধার সৃষ্টি হলেও হতে পারে। তবে এ বিষয় নিশ্চিত, সংসদের আগামী শীতকালীন অধিবেশনে কাউনসিল সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হবেই।

*

এখন প্রশ্ন যেটা থেকে যাচ্ছে, তা হল, এই কাউনসিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারবে কিন্তু অশান্ত এই অঞ্চল শান্ত হবে কি?

উত্তর-পূর্বাঞ্চল কাউনসিলের উদ্দেশ্যটাকে ব্যাখ্যা করে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই কাউনসিলের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ দুটি। এক, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতের এই সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা, এবং দ্বিতীয়ত, সুসামঞ্জস্যের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা।

এটা পরিষ্কার, কেন্দ্রের এই দুটি উদ্দেশ্যকে সফল করার একমাত্র উপায় এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির উদার এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব। কার্যত যা এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

নাগাভূমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অশান্ত অঞ্চল। এখানকার সমস্যা দ্বিমুখী। এক, বিদ্রোহী নাগাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ, এবং দুই, নাগাবাসীদের কেন্দ্র-বিরোধী মনোভাব। নাগাদের দমন করতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহোকিশে সেমা অসমর্থ হয়েছেন এ কথা বলা যায় না। তবে তার বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণ' এবং 'সাংবিধানিক' আলোচনায় এগিয়ে আসার প্রস্তাবটি এখনো অব্যর্থ বলে অনেকে মনে করেন না। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের ভাঙন মুখ্যত মধ্যপন্থী এবং উগ্রপন্থীদের ভাঙন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম থেকে বিদ্রোহীরা এখনো সরে আসেনি। তাই এই বিদ্রোহীদের দমন করার ভার কোনক্রমেই সম্পূর্ণভাবে নাগাদের হাতে দেওয়া চলে না। যদিও নিজের সফলতার দাবি শ্রীসেমা করে আসছেন।

এ ছাড়াও বর্তমান নাগাবাসীদের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে ধারণা বিরূপ। যেসব অঞ্চলে ঝুম-চাষ করবার অধিকার এক সময় নাগারা পেয়েছিল (জঙ্গল কেটে চাষ ও বাসের উপযোগী করে বসবাস করার প্রথাকে ঝুম বলা হয়) বর্তমানে আসামের সেই সব অঞ্চলের

অরুণ চক্রবর্তী

প্রশ্নে কেন্দ্র কমিশন বসিয়ে নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল। শ্রীসেমা নাগাভূমির আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, সীমানা নির্ধারণ নয়, নাগাভূমি উদ্ধারের কমিশন চাই।

এই সীমান্ত প্রশ্নে বর্তমানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্নভাবে বিরূপতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কেন্দ্রের দুর্বলতা ও আসামের কঠোরতাকে তুলে ধরে 'তথাকথিত' যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রীসেমার অক্ষমতার কথা প্রচার করছে।

নবগঠিত কাউনসিল নাগাভূমির এই দুই প্রশ্নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলা যায় না। তবে নাগাভূমি নিশ্চিতভাবে কমিশনের এক্তিয়ারে প্রতিশ্রুত দুটি উদ্দেশ্য—প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি—ছাড়া আর কিছুই দেবে না।

মণিপুরের রাজ্য মর্যাদা পাওয়ার ইতিহাসে নাগাভূমির প্রভাবই বেশী। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার এই রাজ্যটিও পাকিস্তান, সংলগ্ন বরমা এবং চীনের সহায়তায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছিল।

পূর্বে মণিপুরী জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক নেতারা বেশ সফলতার সঙ্গেই বিচ্ছিন্নবাদীতার নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও নাগাভূমির সরকার এই রাজনীতির বিপক্ষে তাদের সীমান্ত এলাকায় যথেষ্ট কাজ করেছে, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিশেষ করে ইম্ফল উপত্যকার প্রগতিশীল মণিপুরীদের আন্দোলন বিদেশীদের প্রভাবে অনেকখানি এগিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় নীতিকে ধন্যবাদ, মণিপুরকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি অশান্ত অঞ্চলকে শান্ত করার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

মিজো পার্বত্য এলাকায় কিছুদিন আগে বিদ্রোহীদের কিছু কিছু নাশকতামূলক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা গেলেও বাংলাদেশ আন্দোলন বর্তমানে তা একেবারেই স্তব্ধ করে দিয়েছে বলা যায়। তবে মিজো এলাকাতেও অভ্যন্তরীণ অশান্তির বীজ বর্তমান।

এই এলাকায় গত বছরের নির্বাচন থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছিল, কোন দলই এখানে শক্তিশালী নয়। এবং অনেক রাজনৈতিক নেতাই এই অনগ্রসর এলাকার পুঁজি, কেন্দ্র-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট।

আসামের সমতল-এবং মণিপুরের সঙ্গে মিজোদের সীমান্ত-বিরোধ এ কারণেই এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

আসমুদ্রহিমাচলে বর্তমান ঘটনা-পঞ্জী এটাই প্রমাণিত করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনকেও যাচাই করার উপায় প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ শুরু করে দেওয়া। কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে যে রাজ্য লাভবান কেন্দ্র তারই পক্ষে, এমন একটি প্রচার-বিষয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে খুবই ফলপ্রসূ তা পাঞ্জাব-হরিয়ানা, মহীশূর-মহারাষ্ট্র এবং কাবেরী নদীর জল-বিরোধেই প্রমাণিত।

শিলংকে রাজধানী করার প্রশ্নে মেঘালয় এবং আসামের মধ্যে চণ্ডীগড়ের মতো কোন বিরোধ যে দেখা যায়নি তা সত্যিই স্বস্তির। বর্তমানে একমাত্র মেঘালয়ই সম্ভবত এই অঞ্চলের শান্ত এলাকা। এবং তার পরেই ত্রিপুরা।

ত্রিপুরাকে পৃথক রাজ্য হিসেবে গণ্য করার পিছনেও স্থানীয় লোকের আন্দোলন ঘটেছে। তবে তা পাহাড়ী এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ঘটেনি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মুখ্যত বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা এই রাজ্যটি দেশবিভাগের পর থেকেই উদ্বাস্তু সমস্যার নিজের দুর্বল অর্থনীতিকে আরো দুর্বল করেছে। পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষের এক ফালি পথ দিয়ে আগরতলার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ। শরণার্থী সমস্যা বর্তমানেই জটিল হয়ে পড়েছে, এমন নয়। বরং পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার চাইতে বরাবরই ত্রিপুরার সমস্যা জটিল ছিল। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের উপেক্ষা ও অমনোযোগ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসামের রাজনৈতিক গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে, আসামবাসীরা অকারণেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে খুব একটা সুনজরে দেখতে পারছে না।

মানচিত্রকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বৃহত্তর এই রাজ্যটি বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টি রাজ্যের প্রতিবেশী হয়ে পড়েছে। এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকেরই আছে আন্তর্জাতিক সীমানা। সে কারণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বেও বেশী বেশী অংশের ভাগীদার এই রাজ্যগুলি।

তৃতীয়ত, এটা লক্ষ্য করা গেছে, সমতলবাসী আসামীদের বিরুদ্ধে পাহাড়বাসীদের চিরকালীন দ্বন্দ্ব এই রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামের সীমান্ত এলাকায় এখন তারা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

*

এই অশান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নতুন কাউনসিল কতখানি কার্যকর হবে, সেটা এসব কারণেই এখনো স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে একটা কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে মনে রাখতেই হবে, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় কেন্দ্রের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে নয়। এই অঞ্চলের পাঁচটি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা এবং সহনশীলতাই এই অঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করবার একমাত্র উপায়।

গ্রামোফোনের ডিসকে

সম্প্রতি যে নতুন কয়েকটি এইচ-এম ভি রেকরড বেরিয়েছে তার বিষয় ভিন্ন, আকর্ষণও আলাদা। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বকণ্ঠে স্বরচিত "অরকেস্ট্রা" কবিতা আবৃত্তি। দুটি ঈ-পি রেকরডে আবৃত্তি সম্পূর্ণ। অনেকদিন আগে কবি বিদেশে "অরকেস্ট্রা" আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। টেপ থেকে কবির কবিতাপাঠ রেকরড করা হয়েছে। কবির অনুরাগী পাঠক এবং শিক্ষিত জনসাধারণ এই দুটি রেকরড হাতে পেয়ে খুশি হবেন বলাই বাহুল্য। আর একটি নতুন ধরনের ঈ-পি রেকরড হল "নানা রঙের দিন" অভিনয়। ছোট নাটকটি অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, অভিনয়ও তিনিই করেছেন। অভিনয়ের শেষে সাজঘরে বসে এক প্রবীণ অভিনেতার স্মৃতি-মন্থন এবং মানসিক যন্ত্রণা ও উত্তরণের মুহূর্তগুলি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংলাপ বলার গুণে প্রায় জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর সহ-শিল্পী হলেন রাধারমণ তপাদার। রুশ নাট্যকার আন্তন চেকভের নাটক অবলম্বনে "নানা রঙের দিন" রচিত।

আবৃত্তির রেকরড আরও আছে। কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি। একটি রেকরডে তিনি আবৃত্তি করেছেন কাজী নজরুলের "বিদ্রোহী"। অন্য রেকরডে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "হে বন্ধু চোখ দাও"। "বিদ্রোহী" আবৃত্তি বেশ সপ্রাণ। অপরটি মোটামুটি এক রকম।

এবারেও সেই কাণ্ড। লং-প্লেয়িং রেকরডে আবৃত্তি ও ভাষ্য সহযোগে এবং নাট্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের সমারোহ। "যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়" লং-প্লেয়িং রেকরডটির নাম। এই পরিকল্পনা নতুন নয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি হয়ত মন্দ নয়। কাজী সব্যসাচীর ভাষ্যপাঠ চলনসই। কিন্তু তার চাপে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান নিষ্পেষিত হবে কেন? ফলে না মেলে বর্ষার গানের স্বাদ, না অন্য কিছু। অবশ্য কয়েকজন নামকরা শিল্পী এতে একক কণ্ঠে গেয়েছেন। আলাদা ভাবে শুনতে পারলে গানগুলি খুবই ভাল লাগবার কথা। কিন্তু আগে পরে এত কথার কচকচিতে কি গান শোনার জো আছে। বিষয়টি পরিচালনা করেছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। এতে গান করেছেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পী।

"আমি খালিদের মা বলছি"

বাংলা দেশের অভিনেত্রী কবরী চৌধুরীর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল একটি মেগাফোন রেকরডে। নাম: "আমি খালিদের মা বলছি"। খালিদের মা বাংলা দেশের নির্যাতিত জনসাধারণের প্রতিনিধি। পাক জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে বাংলা দেশে কীভাবে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হয়েছে তারই চিত্র "আমি খালিদের মা বলছি" (রচনা: সলিল চৌধুরী) নকসাটিতে। কবরী চৌধুরী বলেছেন 'খালিদের মা'র করুণ কাহিনী। কখনও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন, কখনও তাঁর কণ্ঠে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। এই সময়োপযোগী রেকরডে শিল্পীর সার্থক একক অভিনয় শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখে।

ভারতী রেকরডস

ভারতী রেকরডস সব কটিই রবীন্দ্রসঙ্গীত। শিল্পীরা দুটি করে গান করেছেন। এঁদের মধ্যে সমর গুপ্তের গান (সারাজীবন দিল আলো/কেন বাজাও কাঁকন) বেশ লেগেছে। অন্যান্য শিল্পীরাও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। এঁরা হলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় (ভুবনজোড়া আসনখানি/তুমি যত ভার দিয়েছ), সত্যেন কুণ্ডু (যে ছিল আমার স্বপনচারিণী/পাগল যে তুই), ভূপেন মুখোপাধ্যায় (কবে আমি বাহির হলেম/এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম), তারক চন্দ (এই তো তোমার আলোক-ধেনু/আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে), ধীতি সান্যাল (যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ/হৃদয় মোর কোমল অতি), ও বিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সুন্দর হৃদিরঞ্জন/আমার যদি বেলা যায়)। ইলেকট্রিক গিটারে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর (তুমি রবে নীরবে/আমার কণ্ঠ হতে/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা/সমরে সে যে বাসা বাঁধে) বাজিয়েছেন দীপক রায়। শুনতে মন্দ লাগে না।

দিকশূন্য অর্ণব

পুলিশের গুলিতে দমকল কর্মী নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানান তাঁদের চারদফা দাবি। পূরণ করা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি হল: ১। গুলি চালনার জন্য দায়ী পুলিশকে শাস্তি দিতে হবে, ২। নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৩। বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই, ৪। কোন ক্ষেত্রেই স্টেশন অফিসারের অনুমতি না নিয়ে কোন পুলিশ দমকল কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না।

দমকল ইউনিয়ন সূত্র থেকে ওই ঘটনা সাপর্কে জানান হয় যে, একটি ঘড়ি ছিনতাইয়ের অভিযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই ঘটনা ঘটে। শনিবার রাত দশটা নাগাদ হাজরা রোডের মোড়ে একটি ঘড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। একজন ঘড়ি ছিনতাইকারীকে ধরেন। (সম্ভবত সি আর পি)। ওই ২ জন ৬নং বাসে টালিগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের সামনে থামেন এবং সেখান থেকে ২জনই টেলিফোন করতে চান। কেন্দ্রে যে সেনট্রি ডিউটিতে ছিলেন তিনি তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারের অনুমতি নিয়ে টেলিফোন করতে দেন। ছিনতাইয়ের ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে। সেনট্রি তাঁদের বাইরে চলে যেতে বলেন, কিন্তু তাতে তাঁরা রাজী হন না। তখন দমকল কেন্দ্র থেকে যাদবপুর থানায় ঘটনা সম্পর্কে টেলিফোন করা হয়।

অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পর একটি সি আর পি ভ্যান আসতে দেখা যায়। তখন দমকল কর্মীদের ৫-৬ জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। সি আর পি ভ্যান থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমেই কয়েক রাউনড গুলি চালান। গুলিতে শ্রী ঘোড়াই রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান। অভিযোগ তাঁকে সেই অবস্থায় টেনে ভ্যানে তোলা হয়। তাছাড়া শ্রী শ্যামল মিত্র নামে আর একজন কর্মীকেও মারধর করা হয় এবং ভ্যানে তোলা হয়। শ্রী ঘোড়াইকে পুলিশ বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

দমকল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানান হয়, ওই ঘটনায় দমকল কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সকাল থেকেই 'এ' বিভাগের কর্মীরা প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করেন। পরে ইউনিয়নের এক জরুরি বৈঠকে উল্লিখিত দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জরুরী অবস্থার জন্য অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী

দমকল ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য কলকাতা ও সমস্ত জেলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ভ্রাম্যমাণ অসামরিক জরুরী বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় লালবাজারে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, তখন পর্যন্ত শহরে অগ্নিকাণ্ড বা বড় রকমের কোন দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আগুন লাগার আশংকা কম থাকলেও যে কোন দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারে। ঘরবাড়ি ধসে পড়া এমনকি সরট সারকিট হয়েও অগ্নিকাণ্ডের আশংকার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি তাতে সমাজ-বিরোধীরা দমকল ধর্মঘটের সুযোগ নিতেও পারে। তাই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দমকল কর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে আজ, সোমবার বেলা ২টা থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিসে কর্মিগণ বিক্ষোভ শুরু করবেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অরডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রী কে জি বসু এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এক বিবৃতিতে দমকল কর্মীকে হত্যার তীব্র নিন্দা করে তাঁরা দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দাবি করেছেন।

দমকল কর্মী সংস্থার বিবৃতি

দমকল কর্মী সংস্থার সভাপতি মহঃ ইলিয়াস এবং সহ সভাপতি শ্রীকমলেন্দু গাঙ্গুলী এক বিবৃতিতে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, পুলিশী অপকীর্তি প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রায় তুঘলকী শাসনের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। সংস্থা দমকল কর্মীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন কামনা করেছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতির যুক্ত কমিটির আহ্বায়ক শ্রীদিলীপ সোম এক বিবৃতিতে ওই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

দুটি দুর্ঘটনায় দুই শতাধিক হত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মারা যান। এঁদের মধ্যে ১০২ জন যাত্রী ও ৭ জন কর্মী।

জুনেউ বিমান ঘাটিতে অবতরণ কালে বিমান হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কয়েক ঘণ্টা পরে আলাসকার পুলিশ ও একটি বাণিজ্যিক হেলিকপটারের পাইলট ৩১০০ ফুট উপরে পর্বত গাত্রে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তাঁরা জানান, তাঁরা সেখানে কোন আগুন বা প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পাননি।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় একটি বিমান দুর্ঘটনায় এত বেশি প্রাণহানি আর ঘটেনি। নিহতরা অধিকাংশই আলাসকার বাসিন্দা। সেখানে অনেক পরিবারে এর ফলে শোকের ছায়া নেমেছে। একজন উপকূলরক্ষী এই দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও এক বোন। —রয়টার ও এ পি

ইয়াহিয়া মানসিক সাম্য হারিয়েছেন

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

মুঙ্গের, ৫ সেপটেমবর—আজ এখানকার নাগরিকদের এক সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে পাক-ফৌজকে দারুণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এর ফলে আতংকিত হয়ে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর মানসিক সাম্য হারিয়েছেন। এই কারণেই তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির ছাড়ছেন। তাঁকে করুণা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

পাকিস্তানী ফৌজ যদি ভারতের বিরুদ্ধে কোন অপচেষ্টা শুরু করে, তাহলে তা অংকুরেই খতম করার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া আছে। তেমন ক্ষেত্রে পাক-ফৌজকে তাড়িয়ে পাক-সীমার বেশ কিছু ভিতরে ঠেলে দেওয়া হবে।

—পি টি আই

শনিবার দুপুর রাত্রে ২ জন খুন

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার দুপুর রাতে উত্তর এবং মধ্য কলকাতায় দুটি পৃথক ঘটনায় ২ জন খুন হন। কাশীপুর থানা এলাকায় আর একটি ঘটনায় একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ওইদিন রাত প্রায় দেড়টার সময় বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এবং সাউথ সিঁথি রোডের সংযোগস্থলের কাছে একটি ট্যাকসি থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। ট্যাকসিতে ৫-৬ জন লোক ছিল। গুলিতে স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য শ্রীসলিল দে (২০) গুরুতর আহত হন। পরে তিনি মারা যান। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলছে।

রাত দুটো নাগাদ কয়েকজন লোক হেয়ার স্ট্রীটে একটি রেশনের দোকানে ঢোকে এবং দোকানের ১ জন কর্মীকে বেঁধে রাখে। তারা দোকানের ক্যাশ লুঠ করতে চায়। একজন কর্মী শ্রীশোভারাম প্রসাদ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে ছোরা মারা হয়। পরে তিনি মারা যান। দুষ্কৃতকারীরা ক্যাশ থেকে ৬০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

সকাল প্রায় পৌণে ছটার সময় কাশীপুর থানা এলাকায় গোবিন্দ মণ্ডল লেনে ৫।৬ জন লোক একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাড়িটির বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি বলে পুলিশ জানায়।

রক্তমাখা ছোরা, বোমা উদ্ধার

হুগলি জেলার পানডুয়া থানার ঠাণ্ডাবাগান গ্রাম থেকে পুলিশ শনিবার একটি রক্তমাখা ছোরা উদ্ধার করে। পুলিশ একই জায়গা থেকে কিছু আপত্তিকর কাগজপত্রও আটক করেছে। হুগলি জেলার এ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছিয়াত্তর। পুলিশের খবরে আরও জানা যায়, চুঁচুড়ার ডাফ হায়ার সেকেনডারি স্কুল থেকে ১৩টি এবং স্কুল সংলগ্ন মিশন বাড়ির একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে আরও ১৩টি তাশা বোমা উদ্ধার করা হয়।

শ্রীসুশীল ধাড়া অনশন ভঙ্গ করেছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দলের এক বৈঠকে শ্রীধাড়াকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। এর পরে ধাড়া-গোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীও এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীধাড়াকে অনশন প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেন। সভাপতি ছিলেন ডাঃ ভূপাল বসু।

যে সাতটি দল এদিন শ্রীধাড়াকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তাঁরা হচ্ছেন: আদি কংগ্রেস, ধাড়া-গোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেস, সোস্যালিসট পারটি, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল (বিদ্রোহী) সংযুক্ত সোস্যালিসট পারটি (বিদ্রোহী) প্রজা সমাজতন্ত্রী দল (গণতান্ত্রিক সংহতি গোষ্ঠী) এবং বলশেভিক পারটি।

ওই সাতটি দলের পক্ষে একটি প্রস্তাবে বলা হয়: 'হিংসা ও খুনোখুনির যে আবহাওয়া পশ্চিম বাংলার বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগ্রত করবার জন্য শ্রীসুশীল ধাড়া যে অনশন করছেন আমরা মনে করি তাঁর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফলতা লাভ করেছে। বিভিন্ন পারটি ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ হিংসার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই আংশিক সাফল্যকে পূর্ণ সফলতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সুশীলবাবুর সক্রিয় ভূমিকা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করে, আমরা তাকে অনশন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

বিকালে সুশীলবাবুর অনশন প্রত্যাহারের পর বসন্ত বসু রোড ও হরিশ মুখারজি রোডের মুখে অনশন শিবিরে এক সমাবেশে শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, শ্রীনরেন সেন, শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত, শ্রীখগেন দাশগুপ্ত, ডাঃ ভূপাল বসু, শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীঅমলেন্দু রায়, শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণধন গাঙ্গুলি হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

শ্রীধাড়ার অনশনের সমর্থনে এদিন এখানে বাংলা কংগ্রেসের মহিলা সদস্যারা ও ছাত্র কল্যাণ পরিষদের পনেরজন সদস্য যে অনশন শুরু করেছিলেন তারও অবসান ঘটে। শ্রীমতী আভা মাইতির হাত থেকে ফলের রস গ্রহণ করে তাঁরা অনশন ভাঙেন।

মুজিবরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি পেতেই হবে

— জনাব তাজউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ এক বেতার ভাষণে 'জলে-স্থলে মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য সাফল্যে'র বিবরণ দেন। রেডিও বাংলাদেশ থেকে এদিন রাত্রে জনাব তাজউদ্দিন বঙ্গবন্ধুর 'বিচার প্রহসন'-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশবাসীকে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, বিচারের নামে যারা শেখ মুজিবরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছে, পরিণামে শাস্তি পেতে হবে তাদেরই।'

সামরিক শাসকচক্রের পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতার ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে এবং বাংলাদেশের তাদের মুষ্টিমেয় নিরাপদ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে এসেছে। তাদের অর্থনীতিকে বানচাল করার জন্য আমাদের দৃঢ় নীতি জলে-স্থলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জ্বল সাফল্য এবং আমাদের প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও গভীরতা—শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয়ের দিনটিকে নিশ্চিতরূপে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এ সত্ত্বেও ধৈর্য ও সাহসের প্রয়োজনীয়তার উপরে আমি জোর দিতে চাই। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং এই নিষ্ঠুর যুদ্ধের অবসানে দেশের পুনর্গঠনের জন্য এই গুণ দুটি অর্জন করা আজ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

"বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সম্প্রতি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই ভারসাম্যের উপর ভরসা করে শত্রুপক্ষ যা লাভ করতে চেয়েছিল, তাতে তারা সফল হতে পারেনি। এর নবতম প্রমাণ "ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি।"

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য যে বাংলাদেশের জনগণের ধ্বংসসাধন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং তারা যে জনগণকে ত্রাণসামগ্রী ঠিক মতো পৌঁছে দেবে, সে কথা বিশ্বাস করার মত লোক পৃথিবীতে বিরল। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যদি পৃথিবীর এই অংশে বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তাহলে তাঁকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ত্রাণকার্যের নামে নিষ্ঠুর প্রহসন অনুষ্ঠিত না হয়।

"জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আসন্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক জান্তার কৌশল হল বাংলাদেশে বেসামরিক শাসন প্রবর্তনের ভান করা। ঘৃণ্য টিক্কা খানের আসনে বেসামরিক ক্রীড়নক বসানো এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকজন ধিকৃত বাঙালীকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিরূপে পাঠানো—এ সবই তার ছদ্ম-আবরণ। সে মিথ্যা আশা করে যে, এতে অব্যাহত সামরিক শাসন এবং বাংলাদেশে গণহত্যা ও জনমত দলনের নিষ্ঠুর সত্যকে ঢাকা দেওয়া যাবে।"

বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রসঙ্গে আমি দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, বিচারের নামে যারা শেখ মুজিবর রহমানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছে, পরিণামে শাস্তি পেতে হবে তাদেরকেই। আর ইসলামাবাদের উপর যে সব সরকারের কিছুমাত্র প্রভাব আছে, শেখ সাহেবের মুক্তিসাধনের জন্য তাঁদের কাছে আমি আবার আবেদন জানাই।

"পরিশেষে, যাদের সাহস, আত্মোৎসর্গ ও সাফল্য সারা জাতিকে গৌরবে পূর্ণ করেছে এবং মহান ভবিষ্যতের আশায় উজ্জীবিত করেছে, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কামনা করি সকল শক্তি। বর্তমান সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণ নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছে। এই ঐক্যই যেন আমাদের শক্তির চিরকালীন উৎস হয়। জয় বাংলা।"

পাশপোরট আটকে পাকিস্তানের নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে

—বাংলা দেশ মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার সকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীমহবুল আলম বলেন যে, বিদেশস্থ পাকিস্তানের কূটনৈতিক বিভাগের কর্মীদের পাশপোরট আটক করার মধ্যে পাকিস্তান সরকারের নৈরাশ্যই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন যে, এই পাকিস্তানী আদেশ পাকিস্তানের কূটনৈতিকদিগকে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ বন্ধ করতে পারবে না। এই আদেশ দ্বারা পাকিস্তান তাঁদের প্রতি প্রতিবন্ধকতা আর একটু বাড়িয়ে দিলেন মাত্র।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত শ্রী এ এফ এম আব্দুল ফতে সম্প্রতি তাঁর কূটনৈতিক পদ ছেড়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, শ্রীফতেই যে সর্বশেষ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এভাবে বাংলাদেশ-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন তা নয়। এরকম আরও আসবেন।

শ্রীফতে এদিন ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে তিনি যে অবস্থায় এবং কি বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে বাগদাদ ত্যাগ করে লনডনে আশ্রয় নেন, তা বিবৃত করেন। বাংলাদেশ মিশনে এই সাংবাদিক বৈঠকে প্রারম্ভে মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলী শ্রীআলম ও শ্রীফতেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রীআলম ও শ্রীফতে দুজনই পাকিস্তান পররাষ্ট্র সারভিস-এর প্রধান অফিসার। মতবিরোধ হওয়ায় শ্রীআলম ১৯৬৭ সালে পররাষ্ট্র বিভাগের চাকরি ছেড়ে সমবায় প্রথায় চাষবাসের কাজ করতে থাকেন। ওই সময় তিনি ছিলেন পাক পররাষ্ট্র বিভাগের ডিরেকটর।

শ্রীফতে বলেন যে, বাগদাদে থাকতে তিনি একটা কাজ করেছিলেন। তা হচ্ছে ইরাকের সংবাদপত্রগুলিতে পাকিস্তানী ভাষ্য প্রকাশ বন্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে ইরাকের সাধারণ লোক এমন কি পশ্চিম এশিয়ার সাধারণ লোক 'বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নয়'। যে যাও কিছু জানেন—তাও পাকিস্তানের সম্বন্ধে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীফতে বলেন যে, ভারত বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে, একথা ইরাকীরা বিশ্বাস করে না। পাকিস্তান যতই রটাক না কেন, তাদের রটনায় ইরাকীরা কান দেয় না। তাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশের সংগ্রাম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ গণ-অভ্যুত্থান। তবে তাঁরা সাধারণভাবে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল।

শ্রীআলমের দিল্লি সফর

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীমহবুল আলম ভারত সরকারের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য দিল্লি যাচ্ছেন। শ্রী ডি পি ধরের সাক্ষাতের পর তাঁর দিল্লি সফরের গুরুত্ব রয়েছে কিনা এইরূপ এক প্রশ্নের তিনি সরাসরি কোন জবাব দেন না। তবে তিনি নিঃসন্দেহ ভারত সরকার সময়মত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই উভয় দেশের স্বার্থেই এটা করা হবে। ভারত সব ঘটনাবলী পর্যালোচনা করছেন।

শ্রীআলম ভারতের আতিথেয়তার প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ-এর ভৌগোলিক অবস্থা যেমন—ভারত তাকে আগলে রয়েছে, তেমনি বিপর্যয়ের দিনে বাংলাদেশ-এর লক্ষ লক্ষ দুর্গতকে সে পরম সমাদরে আশ্রয় দিয়েছে।

মধ্য আকাশে পাক বিমান ধ্বংসের হুমকি

লনডন, ৫ সেপটেমবর—বাংলা দেশের স্থানীয় দুজন মুখপাত্র গতকাল এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের বিমানগুলিকে মাঝ আকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করার জন্য সুইসাইড স্কোয়াড প্রস্তুত।

ওই মুখপাত্রদ্বয় আরও বলেছেন, যে, পাক বিমানের যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করতে হবে, কারণ, বাংলা দেশের ছেলেরা যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ওই দুজন মুখপাত্র হলেন, চৌধুরী আখতারুজ্জমান (৩০) ও শ্রীসহিদুল হক (৩৯), তাঁরা শুক্রবার পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসেছেন। —রয়টার

কাল মুজিবের স্ত্রী ধানমণ্ডির বাড়িতে গিয়েছিলেন

ঢাকা, ৫ সেপটেমবর—গতকাল মুজিবরের পরিবার সূত্রে জানা যায়, পুলিশ পাহারায় শেখ মুজিবর রহমানের স্ত্রীকে ঢাকার বাড়িতে আনা হয়। মনে হচ্ছে, তিনতলা বাড়িটা শেখের পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে। নতুনভাবে বাড়িটা যাতে সাজানো যায়, সেইজন্যেই হয়ত শেখের স্ত্রীকে গতকল বাড়িতে আনা হয়েছিল।

ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে আর একটা বাড়িতে পুলিশ পাহারায় শেখের স্ত্রী তিনটি সন্তানসহ বাস করছেন। —এ পি

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনে পাক প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপটেমবর—ইসলামাবাদস্থ অস্থায়ী ভারতীয় হাই কমিশনারকে আজ পাকিস্তান পররাষ্ট্র অফিসে ডেকে নিয়ে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি নোট দেওয়া হয়।

পাক বেতার থেকে ওই খবর প্রচার করা হয়েছে। বেতারে আরও বলা হয়েছে, ভারত পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধীদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বলে নোটে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় নেতারা তাঁদের বিবৃতি ও ভাষণে এমন সব কথা বলছেন যাতে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। —ইউ এন আই

বেতার বার্তা

সোমবার—৬ সেপটেমবর

১ম অধিঃ—(৪৪৭·৮ মীঃ) ৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল—বিজন ঘোষদস্তিদার; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ জগন্নাথ ধর—গীটার ইং সংবাদ; ৭-৪ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ রানী গৈরালা—ভজন, বাং সংবাদ; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ চিন্ময় চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা গঙ্গা দে—লোকগীতি; ৮-১৫ অনুপম মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ জি এন গোস্বামী—বেহালা; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ নজরুলগীতি; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ মঞ্জুলা সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন সং; ১০-৪ বিমল মুখোঃ—সেতার; ১০-৩০ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১টা ইস্তিয়াক হোসেন খাঁ—খেয়াল, সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—মুবারক বেগম, বালকৃষ্ণ দাস ও সমবেত কণ্ঠে; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী) ২-৫০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৩টা অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৫-৩০ অরুণ চট্টোঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ মীনা চৌধুরী—পদাবলী কীর্তন; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ মিনতি গোস্বামী—লোকগীতি; ৬-৪০ রবীন্দ্ররচনা থেকে পাঠ—অজয় বসু; ৬-৫০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, বাং সংবাদ; ৭-৩৫ মফঃস্বলের চিঠি; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ রামকৃষ্ণ ঘোষ—আধুনিক; ৮টা বাংলা কথিকা/সংগীত; ৮-১৫ মীনা চৌধুরী— লোকগীতি; ৮-৩০ প্রভাতভূষণ— রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ মাধুরী চট্টোঃ—আধুনিক; ৯টা অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ গঙ্গা দে—লোকগীতি; ৯-৪৫ রানী গৈরালা—গজল : ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ প্রভাতভূষণ —আধুনিক; ১০-৩০ মাধুরী চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ১০-৪৫ চিন্ময় চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ— ৯টা হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা হাইলাইট অব ওয়েসটারন মিউজিক; ১-৪ পাশ্চাত্ত্য সংগীত সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৮টা অনুপম মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলা : দিল্লি থেকে); ৮-২৫ মায়া মিত্র—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯৩০ এ নিউ লুক ফর ক্যালকাটা : ইং কথিকা; ৯-৫০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

[illegible]

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭·৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মীঃ; বেলা ১০-১৫ মীঃ—১২-৩০ মীঃ; দুপুর ২টা —রাত ১১-৩০ মীঃ।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৮·৫ মীঃ) ১ম অধিঃ— ৫-৩০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : দেশগান; ৫-৪৫ মিনতি গোস্বামী—লোকগীতি, সং; ৬-৫ গৌতম বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাং সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাং সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ কথিকা; ৮-৪৫ আধুনিক; ৯টা কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—(২৬৫·৫ মীঃ) ৫টা সময় সংকেত হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ গৌতম বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-১৫ মিতালী কর—লোকগীতি; ৫-৩০ রামকৃষ্ণ ঘোষ—আধুনিক; ৫-৪৫ মঞ্জুলা সেন—অতুলপ্রসাদের গান; ৬টা বিশেষ ঘোষণা; ৬-৫ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৬-১০ দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৬-৩০ জি এন গোস্বামী—বেহালা; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-৫ মিতালী কর—লোকগীতি; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ রবীন্দ্রনাথ বসু ও সহশিল্পিবৃন্দ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৪৫ সুধীরকুমার বন্দ্যোঃ—রাগপ্রধান; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৫ মানবেন্দ্র মুখোঃ—আধুনিক; ৮-১৫ বাংলা কথিকা; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাংলা কথিকা, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বাংলা কথিকা; ৯-৪০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৯-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা, সং; ১০-১৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-৪৫ জি এন গোস্বামী—বেহালা; ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ— ৭টা সময় সংকেত বন্দেমাতরম্, আলোর গান : সুব্রত দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয় : (পাঠ); ৭-১০ রাগরঙ : অনিল ভট্টঃ—সেতার, তবলায়—নবীনচন্দ্র ঘোষ; ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : প্রবীরকুমার গঙ্গোঃ—গীটার; ৭-৪০ নানা রঙের গান : পূর্ণিমা কর্মকার—অতুলপ্রসাদের গান ও শ্যামাসংগীত, বীথি ঘোষাল—আধুনিক এবং শঙ্করী ঢ্যাং—লোকগীতি; ৮টা এই সত্তরের দশকে : ৮-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রবীরকুমার গঙ্গোঃ—গীটার; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : সুব্রত দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : অনিল ভট্টঃ—সেতার; ৮-২৫ দিগন্তের গান : মীনা ঘোষ—আধুনিক, সং; ৮-৪০ সুরকল্লোল : প্রবীরকুমার গঙ্গোঃ—গীটার; ৮-৪৫ শহরের ঝলক : (শহরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে উদ্ধৃত)। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের খবরাখবর; ৫-৫ মেঠোসুর : শঙ্করী ঢ্যাং—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : অনিল ভট্টঃ—সেতার, সং; ৫-৩৫ দেউল : বীথি ঘোষাল—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : প্রবীরকুমার গঙ্গোঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : মীনা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত সং; ৬-৫ ডিস্ক রাউন্ড আপ; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : পূর্ণিমা কর্মকার—আধুনিক ও লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ : অনিল ভট্টঃ—সেতার, তবলায়—নবীনচন্দ্র ঘোষ; ৭টা আমাদের নাটক : ৭-৩০ গানের বৈঠক : সুব্রত দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত, পূর্ণিমা কর্মকার—অতুলপ্রসাদের গান ও ভক্তিমূলক গান বীথি ঘোষাল—আধুনিক ও ভজন এবং শঙ্করী ঢ্যাং—লোকগীতি।

দিনপঞ্জিকা

আজ প্রতিপদ : পরে দ্বিতীয়া (ত্র্যহস্পর্শ)

বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

সোমবার ২০ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৫ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক), ৬ সেপটেমবর, ১৯৭১ ১৫ রজব। প্রতিপদ প্রাতঃ ঘঃ ৫।৫৬ মিঃ পর্যন্ত পরে দ্বিতীয়া রাত্রি ঘঃ ২।১৬ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।৯ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৪।৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৬।৩০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শদোষ। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (কৃষ্ণপক্ষ)।**

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার ২০ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৫ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক), ৬ সেপটেমবর, ১৯৭১ ১৫ রজব। প্রতিপদ দিবা ঘঃ ৭।৩২।৫০ সেঃ পর্যন্ত পরে দ্বিতীয়া রাত্রি ঘঃ ৫।৮।১৮ সেঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্র পদ-নক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৪১।৫৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২২।৩৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৭।৫৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শাদিদোষ। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (কৃষ্ণপক্ষ)।**

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি—৩টায় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত। **নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন**—৬-৩০ টায় ৭৩ শরৎ বসু রোডে অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ সভা, বক্তা—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **সোস্যালিস্ট পার্টি (পঃ বঃ)**—৫টায় ৮৬এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভা।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

সোমবার, ৬ সেপটেমবর, '৭১ সন্ধ্যা ৫॥টা; স্থান : মহাজাতি সদন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ গান : গীতিমাল্য। অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী স্মরণসভা : আলোচনা—রাজ্যেশ্বর মিত্র; অতুলপ্রসাদের গান : মঞ্জু গুপ্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও বনানী ঘোষ। নাটক : পলাতক: রচনা : মুরারিমোহন সেন; পরিবেশন : চেনামহল; পরিচালনা : রঞ্জিৎ দত্ত।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে ভয় দেখিয়ে বন্দুক ছিনতাই

স্টাফ রিপোর্টার

কয়েকজন যুবক ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে রবিবার দুপুরে একজন ডাক্তারের বাড়ি থেকে একটি দোনলা বন্দুক নিয়ে চম্পট দেয়। কলকাতা পুলিশ ওই খবর দিয়ে জানায়, ঘটনার সময় ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। দুর্বৃত্তরা ভয় দেখালে তাঁর স্ত্রী বন্দুকটি দিয়ে দিতে বাধ্য হন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বৃহস্পতিবার ২০শে ভাদ্র ১৩৪১ ইং ৬-৯-৩৪)

ডাঃ চারুচন্দ্র বাঁড়ুয্যে

সং ফৌ আইনে গ্রেপ্তার

গত মঙ্গলবার প্রাতে গোয়েন্দা পুলিশ আপার চিৎপুর রোডের এপোলো মেডিকেল হলে হানা দিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারী ডাঃ চারুচন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করে।

চারুবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভাকে বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে উক্ত আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত কিরণদাস গ্রেপ্তার

যতীন দাসের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণ দাস গত বুধবার সং ফৌ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ইয়াহিয়ার অনুকম্পা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপটেমবর—পূর্ববঙ্গে গণ্ডগোলের সময় বিভিন্ন অপরাধে ধৃত অনেক ব্যক্তি আজ ঢাকা, কুমিল্লা, যশোহর, চট্টগ্রাম, নাটোর ও রংপুরের বিভিন্ন কারাগার ও বন্দী শিবির থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে পাক বেতার জানিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনুকম্পার ফলে তাঁরা মুক্তি পান। পাক বেতারে বলা হয়েছে, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোকেরা এবং পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার, সরকারী কর্মী ও অন্য নাগরিকরা আছেন। কতজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার সংখ্যা জানানো হয়নি।

আরও বলা হয়েছে : যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের অপরাধের জন্য "দুঃখ" প্রকাশ করেছেন এবং পাকিস্তানের সংহতি ও উন্নতির জন্য কাজ করার শপথ করেছেন।

পাক বেতারে জানিয়েছে, যাঁরা এখনও অনেক আছেন, তাঁদের আদালতে গিয়ে নিজেদের অভিযোগ মুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। —পি টি আই

শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে অনশন : রোগী ভরতি বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালের সুপারিনটেনডেনট জানান, ওই হাসপাতালে রোগী এবং হাসপাতাল কর্মীদের অনশন ধর্মঘটের দরুণ হাসপাতালের কাজকর্ম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। রোগী ভরতি বন্ধ। একমাত্র এমারজেনসী ছাড়া আর কোন কাজ হচ্ছে না। এদিন ওই দুটি ধর্মঘটের ৬ দিন অতিবাহিত হয়। ওই হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ২৫০টি।

এদিন ই এস আই কনট্রিবিউটারস অ্যাসোসিয়েশন এবং ই এস আই এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন উভয় পক্ষ থেকে জানান হয় যে, তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর কাছে সামগ্রিক অবস্থা জানান হবে।

সুপারিনটেনডেনট জানান, বাইরের লোক কর্তৃক হাসপাতালের ডাক্তারদের মারধর করার নানা ঘটনার ব্যাপারে ই আই এস এর একটি প্রতিনিধিদল শনিবার রাজ্য শ্রম দফতরের সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার পর ওইসব ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ৪ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৩ দফা দাবি

শনিবার হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হাসপাতাল কর্মচারীদের এক সভায় বেতনবৃদ্ধিসহ ১৩ দফা দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফেডারেশনের আহ্বায়ক শ্রীসুশীলকুমার বসু সভাপতিত্ব করেন।

নব কংগ্রেস দলের প্রদেশ কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপটেমবর—নব কংগ্রেস দলের হাইকমানড আগামী বছর রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের আগেই প্রদেশ কমিটিগুলি পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। আগামী ৯ সেপটেমবর ওয়ারকিং কমিটির বৈঠক। সেখানেই হয়ত বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

কীভাবে প্রদেশ কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা যায় এ নিয়েও আলোচনা হতে পারে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ কমিটি গঠনের যে দাবি তোলা হয়েছে, বৈঠকে সে সম্পর্কেও আলোচনা হবে।

নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দলকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কেবল প্রদেশ কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে না, বিগত সংসদ নির্বাচনের পর যে সব নতুন শক্তির সমাবেশ দলের মধ্যে ঘটেছে তাদের দিকে লক্ষ রেখেও এই ব্যবস্থা।

দুভাবে এই পুনর্গঠনের কাজ করা হতে পারে—(১) নতুন কারো হাতে প্রদেশ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ; (২) প্রদেশ কমিটি আগাগোড়া বাতিল করে দিয়ে সেই জায়গায় অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ।

প্রদেশ কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া বিভিন্ন রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

পুনর্গঠনের ব্যাপারে এখনই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করেননি। যদিচ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা চান, এ ব্যাপারে যা করার প্রধানমন্ত্রীই যেন করেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ফেবরুয়ারিতে আসামে নির্বাচন

গৌহাটি, ৫ সেপটেমবর—আসামে আগামী ফেবরুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানান।

তিনি বলেন, আসামের বর্তমান রাজধানী শিলং থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সম্ভবত আগামী সাধারণ নির্বাচনেই আগেই তা করা হবে। —পি টি আই ও ইউ এন আই

আন্দোলনের সামিল হতে সব দলকেই অনুরোধ করা হবে

—প্রমোদ দাশগুপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গে আশু নির্বাচনের দাবিতে মারকস্বাদী কমিউনিসট পারটি তাদের জোট বহির্ভূত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করতে পারে।

সি পি এম সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রবিবার সাংবাদিকদের কাছে এই খবর দেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকেই পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ, সোমবার থেকে কলকাতায় এই বৈঠক শুরু হচ্ছে।

প্রমোদবাবু বলেন, 'আমাদের এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই অনুরোধ করব। এমন কি নব কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশকেও।' শুধু নির্বাচনের কথাই নয়, আন্দোলনের কর্মসূচীতে স্থানীয় সমস্যা এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথাও রাখা হবে।

আশু নির্বাচনের জন্য সি পি এম কেন জোরদার আন্দোলন করছে না? —যেমন অন্যান্যবার রাষ্ট্রপতির শাসনকালে করা হত। —জনৈক রিপোর্টারের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমোদবাবু বলেন, 'অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।' তিনি বলেন, এখন গুপ্ত হত্যা, খুন-খারাপি ব্যাপকভাবে চলছে। চারদিকে ১৪৪ ধারা। এই অবস্থায় কোন গণ-আন্দোলন করা সহজ কথা নয়। তা ছাড়া কমপক্ষে ২ লক্ষ সশস্ত্র পুলিশ, সি আর পি এবং অন্যান্য সরকারী বাহিনী রয়েছে।

আপনারা কি আবার বন্ধ ডাকছেন? —এই প্রশ্নের জবাবে প্রমোদবাবু বলেন : 'আমরা রোজ রোজ ও আর বন্ধ ডাকতে পারি না।'

৩১ জন শিক্ষক সম্মানিত

নয়াদিল্লি, ৫ সেপটেমবর—শিক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কার্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সারা দেশ থেকে ৩১ জন শিক্ষককে মনোনীত করেছেন। মনোনীত শিক্ষকরা তাঁদের কাজের জন্য বার্ষিক ছয় হাজার টাকা সম্মান মূল্য পাবেন এবং বছরে এক হাজার টাকা অনুদান পাবেন।

মনোনীত ৩১ জন শিক্ষকের অন্যতম : রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অমলেন্দু বাগচি, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বি বি ভট্টাচার্য ও শ্রী জে এন ভট্টাচার্য, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এস সি বিশ্বাস, বিশ্ব ভারতীর অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ বি সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এস পি রায়চৌধুরী, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কে দাস ও ডঃ এস এস ব্যানারজি প্রমুখ। —ইউ এন আই

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
সোমবার—	১১-২৭	১১-৪৫	৩-৫৩	৩-৪৮

মাথাধরার কত কারণ দেখুন—

কিন্তু একটিমাত্র সারিডনেই আরাম

একটি সারিডনেই চটপট ব্যথা-বেদনার শান্তি। সারিডন এমন সব উপাদানে তৈরী যে মাথাধরা, গায়ে ব্যথা কিংবা দাঁতের যন্ত্রণা যেমন কমায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বচ্ছন্দ ঝরঝরে ভাব আনে, অস্বস্তির লেশমাত্র থাকে না। সারিডন-এর এটাই বাহাদুরি—আপনার ঝরঝরে লাগবে, মনমেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠবে!

সারিডন 'রোশ'

একটি 'রোশ' উৎপাদন

প্রতি বছরে ৪০ লাখেরও বেশী কৌটো বিক্রী হয়!

দেশের লোকপ্রিয় সিন্থেটিক এনামেল—

অ্যাপকোলাইট

তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কয়েক বছর পর্যন্ত আয়নার মত ঝকঝকে থাকে। দাগ পড়ে না। ব্রাশের চিহ্ন দেখা যায় না। রৌদ্রেতে ফিকে পড়বে না এমন ২৭টি বর্ণচ্ছটায় পাওয়া যায়।

জীবনে রংয়ের ছোঁয়া লাগাবার জন্যেই

এশিয়ান পেইন্টস

AIYARS-A, 167

অন্যান্য চিত্রগৃহে

নবীনা — ভাপনিয়ঃ ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ ১২ ৩ ৬ — গাওয়ার

অতীন্দ্র — ব্যারাকপুর—৩৪০ প্রত্যহ ১, ৪, ৭টা — দুনিয়া ক্যা জানে

আলোকা — পথে হল দেরী

অলকা — শচীমার সংসার

নারায়ণী — জানে অনজানে

পার্বতী — আপ আয়ে বাহার আয়ী

সুরশ্রী — শচীমার সংসার

শ্যামাশ্রী — শচীমার সংসার

রূপায়ন — শচীমার সংসার

রূপালী — পুরস্কার

জয়া — দুনিয়া ক্যা জানে

জেম — দো ওস্তাদ

রূপম — শচীমার সংসার

রক্সী — লালভুলু

পূর্বাশা — লগন

আজ মুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যা ৭টায় রূপায়নি সূর্য সন্ধান
রচনা ও পরিচালনায়ঃ—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
শ্রেঃ—অমরেশ দাস
হলে টিকিট

তরুণ তরুণী অভিনন্দিত সকল শ্রেণী ও বয়সের উপভোগ্য — জানে অনজানে

আমি সুভাষ

পথে হল দেরী

দুনিয়া ক্যা জানে

সাস ভী কভি বহু থী

বুক আমার ভেঙ্গে গেছে নিমাই আমি যে-মা — শচীমার সংসার

আপ আয়ে বাহার আয়ী

Casanova '70 — গ্রেস

লগন

ব্যাটারী সেন্টার — Exide ব্যাটারী সেলস ও সার্ভিস

শারদীয়া পূজার দিনগুলি আনন্দমুখর করে তুলতে আপনার প্রিয় বিপণি সমবায়িকা তে আসুন।

প্রথম প্রতিশ্রুতি

মিনার-বিজলী-ছবিঘর

উত্তম-সাবিত্রী-জয়া ধন্যি মেয়ে

মাথাধরা? এই তো তার নিরাপদ বড়ি! — অবেদন

তরুণ মজুমদারের কুহেলি

ডিরেক্টরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাণ্ড ট্রেনিং

(মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন)

সেণ্ট্রাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

বিজ্ঞাপন নং ১৮-৮৭১ : নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ২০-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে; উক্ত ফরম প্রার্থিগণ নিকটবর্তী যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্টারী করিয়াছেন, তথায় পাইবেন বা তথা হইতে কপি করিয়া লইবেন। দরখাস্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফত পাওয়া না গেলে গ্রাহ্য হইবে না। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত প্রার্থিগণ নিয়মানুগ প্রণালী মারফত সেণ্ট্রাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ২এ/৩, কুন্দন ম্যানসন, আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী সমীপে আবেদন করিবেন। এতৎসম্পর্কে অগ্রিম কপি বা কোন চিঠিপত্র গ্রাহ্য হইবে না। তফসিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থিগণকে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট সংস্থা কর্তৃক সাক্ষাৎকারে আহ্বান করা হইলে তাঁহাদিগকে রুল অনুযায়ী রাহাখরচা দেওয়া হইবে। এই সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়ঃসীমাও পাঁচ বৎসর শিথিলযোগ্য এবং ভূতপূর্ব যুদ্ধ-চাকুরিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে রুল অনুযায়ী নির্ধারিতমত শিথিলযোগ্য। প্রত্যেক পদের জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

১। **একজন ফোরম্যান** (তফসিল জাতির জন্য), চীফ ইন্সপেক্টরেট অব সিস্টেমস, চণ্ডীগড়। বেতন ৪৫০—৬৫০ টাকা। **বয়স:** ২০—৩৫ বৎসর। **যোগ্যতা:** মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী অথবা মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা তৎসহ মেকানিক্যাল সাজসরঞ্জাম ইন্সপেকশনে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা বি এস-সি তৎসহ মেকানিক্যাল সাজসরঞ্জাম ইন্সপেকশনে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

২। **একজন রিসার্চ অ্যাসিস্টাণ্ট** (তফসিলি জাতির জন্য), পাবলিকেশন ডিভিসন, নয়াদিল্লী। বেতন ৩৭০—৫৭৫ টাকা। **বয়স:** ১৫-১-১৯৭১ তারিখে ৪৫ বৎসরের কম। **যোগ্যতা:** গ্র্যাজুয়েট তৎসহ গুজরাটি বা ইংরেজীতে পারদর্শিতা তৎসহ গুজরাটি ...

১০। **দশজন জুনিয়ার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট (জিওলজী)** (দুইজন তফসিলি জাতি, একজন তফসিলি উপজাতি এবং তিনজন ভূতপূর্ব যুদ্ধচাকুরিয়া)। **বেতন:** ২১০—৪২৫ টাকা। **বয়স:** ২০—৩০ বৎসর। **যোগ্যতাবলী:** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট হইতে জিওলজীতে বি এস-সি অনার্স ডিগ্রী অথবা জিওলজীতে বি এস-সি। **বাঞ্ছনীয়:** ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস-এর জিওলজী ট্রেনিং স্কীম অধীনে ট্রেনিং। জিওলজী বা অ্যাপ্লায়েড জিওলজীতে মাস্টারস ডিগ্রী অথবা ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড জিওলজীর ডিপ্লোমাহোল্ডার অথবা উহার সমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

... নন-ফেরাস মেটাল এবং উহাদের অ্যালয়ের মেটালার্জিক্যাল অ্যানালিসিসে অন্তত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা। যাঁহাদের মেটাল ও অ্যালয়ের ইনস্ট্রুমেণ্টাল অ্যানালিসিসের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৯। **একজন ফিল্ড রিপোর্টার (ফ্যামিলি প্ল্যানিং)** অল ইণ্ডিয়া রেডিও, জয়পুর। বেতন ২৩৫—৪৮০ টাকা। বয়স ৩৫ বৎসর। যোগ্যতাবলী (১) সোশ্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল ওয়ার্ক, নার্সিং-এর যে-কোন একটিতে গ্র্যাজুয়েট, কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে রুরাল সোসিওলজি ও কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট বা জার্নালিজমে ডিপ্লোমা। (২) হেলথ এডুকেশন বা সোশ্যাল এডুকেশন বা মাস কমিউনিকেশন বা অডিওভিস্যুয়াল এডুকেশন বা পাবলিক ...

... জন্য)। বেতনক্রম : ২১০—৪২৫ টাকা। বয়স : ১৮—৩৫ বৎসর। যোগ্যতাবলী : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট, অথবা দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, সিরামিকসে ডিপ্লোমা।

২৪। **একজন ড্রাফটসম্যান, গ্রেড-৩** (তপসীলী উপজাতির জন্য)। বেতনক্রম : ১৫০—২৪০ টাকা। বয়স : ১৮—৩৫ বৎসর। যোগ্যতাবলী : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেট বোর্ড অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন, মিনিস্ট্রি অফ লেবার ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাফটসম্যানশিপে স্বীকৃত ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট তৎসহ এক বৎসরের অভিজ্ঞতা।

... ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউটে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রি বা তিন বৎসরের অনার্স ডিগ্রি। বাঞ্ছনীয় : আর্কাইভস কীপিং-এ ডিপ্লোমা।

৩৮। **একজন জুনিয়র সায়েণ্টিফিক অ্যাসিস্টাণ্ট গ্রেড ১ (ফ্লাইট সায়েন্স)** (তফসিলী উপজাতি), ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব আর্মামেণ্ট টেকনোলজি, পুনা। বেতন ২১০—৪২৫ টাকা। বয়স ১৮—৩৫ বৎসর। যোগ্যতাবলী : বি ই (এরোনটিক্যাল) অথবা বি ই (মেকানিক্যাল) অথবা এম এস-সি (অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স) ... হিসাবে থার্মোডিনামিক্স/গ্যাস ডিনামিক্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়া)। অথবা (১) এরোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা অথবা মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা অথবা বি এস-সি (ফিজিক্স)। (২) এরোনটি- ...

[illegible]

ডি এ ভি পি ৪৭১(১২১)/৭১

ডাবল উইকেটে ভারতের একজন

হ্যামিলটন, বারমুডা, ৫ সেপ্টেম্বর—ব্যকার্ড ডাবল উইকেট চ্যাম্পিয়নশিপে ২,০০০ ডলার (১৪,৫০০ টাকা) প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকার মধ্যে গ্যারি সোবারস অংশ নেবেন। ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর এখানে প্রতিযোগিতা হবে। অপর প্রতিযোগী ইংল্যান্ডের লাকহার্স্ট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কানহাই ও হল এবং ভারত থেকে সুনীল গাভাসকার। এই সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে স্থানীয় ক্রিকেটারদের নামী খেলোয়াড়রা জুটি হবে। —রয়টার

এশিয়ান মুষ্টিযুদ্ধে ভারতের ২টি স্বর্ণপদক

তেহেরান, ৫ সেপ্টেম্বর—এশিয়ান মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার সমস্ত লড়াই শেষ হয়েছে। ভারত ২টি স্বর্ণ পদক ও ১টি রৌপ্য পদক পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ফ্লাই ওয়েটের ফাইনালে ভারতের নারায়ণ থাইল্যান্ডের শ্রীপিরণককে পয়েন্টে হারিয়েছে। মিডল ওয়েটেও ভারতের মেহতাব সিং পয়েন্টে মঙ্গোলিয়ার গামবোকে হারিয়েছে। ভারতের বেন্টু লাইট ওয়েটের ফাইনালে মঙ্গোলিয়ার কিদের কাছে নক আউটে হেরে রৌপ্য পদক পেয়েছে।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোনজ
ইরান	৩	২	৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	০	০
ভারত	২	১	০
থাইল্যান্ড	১	২	৪
মঙ্গোলিয়া	১	২	২
ইন্দোনেশিয়া	১	০	২
ফিলিপাইনস	০	২	১
পাকিস্তান	০	১	০

পাক জামানায়

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর—অবিভক্ত ভারতের খ্যাতনামা কুস্তিগীর ইমাম বকস এখন লাহোরে মোহিনি রোডে এক ক্রিমনাসিয়ামের বারান্দায় দিন কাটাচ্ছেন। ইমাম বকসের বয়স এখন ৮০। তিনি 'রুস্তম-ই-হিন্দ' ছিলেন। ইমাম বকস বিখ্যাত কুস্তিগীর গামার ছোট ভাই। —ইউ এন আই

হ্যামারে বিশ্ব রেকরড

লেহর (পশ্চিম জারমানি), ৫ সেপ্টেম্বর—পশ্চিম জারমানির ওয়ালটার স্মিড হ্যামার থ্রোতে ৭৬·৪০ মিটারে বিশ্ব রেকরড করেছে। গত মাসে হেলসিঙ্কিতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়ালটার পঞ্চম হয়। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসে উইঃ বেয়ার ৭৪·৯০ মিটার দূরে হ্যামার ছুঁড়েছিল। —রয়টার

সোমবারের ফুটবল খেলা

আই এফ এ শীলড

ইসটারন রেল : বেহালা ইউথ (মহঃ স্পোরটিং ৩-১৫ মিঃ)

কোহিনুর শীলড—মোহনবাগান : কালীঘাট মিলনী (মোহনবাগান ৪-১৫ মিঃ)। গ্রাহাম শীলড—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক : সেনট্রাল ব্যাঙ্ক (ওয়াই এম সি এ ৪-১৫ মিঃ)।

মারচেনটের সুপারিশ
৫ বছরে ফাসট বোলার তৈরির পরিকল্পনা

বোম্বাই, ৫ সেপ্টেম্বর—"আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পাঁচ বছর পরে এমন চারজন ফাসট বোলার বেরিয়ে আসবে, যারা জাতীয় দলের হয়ে অনায়াসে খেলতে পারবে এবং অন্ততঃ আরও দশজন বোলার স্ব স্ব রাজ্যের হয়ে খেলবে।"

ক্রি-কনট্রোল বোরড নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় মারচেনট পি টি আই প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতে ওই কথা বলেছেন। শ্রীমারচেনট ফাসট বোলার তৈরির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে, ওই পঞ্চবার্ষিকী প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন রাজ্যের উদীয়মান সমর্থ তরুণদেরই ডাকতে হবে।

'ইংল্যানডে ভারতের খেলার সময়ও ফাসট বোলারের অভাব অনুভূত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ক্রি-কনট্রোল বোরড এ পর্যন্ত ফাসট বোলার তৈরির চেষ্টা করেনি।'

মারচেনট এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মাহীন্দর অমরনাথ এই সফরে গেলেও উপকৃত হত। ইংল্যানড সফরে গিয়ে কে না উপকার পেয়েছে? আমি মনে করি, আমরা একজন মাহীন্দরকে ভারতীয় দলে স্থান দিতে পারতাম। তবে সেজন্য একজন কম ব্যাটসম্যান পাঠাতে হত। নির্বাচকমণ্ডলী ব্যাটসম্যান হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। মাহীন্দর বয়সে অনেক কম এবং তার সুযোগ পাওয়ার বয়স আছে। গোবিন্দরাজের প্রতি আমরা অবিচার করতে পারি না। সে কখনও টেসট খেলেনি।

মারচেনট অশোক মাঁকড় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেন নি। তবে বলেছেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্তাব্যক্তি ওকে সব ম্যাচে ওপনিং ব্যাটসম্যান নামানোর সিদ্ধান্ত নেন, নির্বাচকমণ্ডলী তা মেনে চলবেন। তিনি বলেন, আমাদের ওপনিং ব্যাটসম্যান নির্বাচনের ব্যাপারে ওয়াড়েকরের মতামত খুব কমই কাজ করেছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি যে সে ফারুকের বদলে অশোককে নামিয়েছিল।

মারচেনট বলেন, ফারুক এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক এবং শেষ দিকে সে 'ব্যাটিং অরডারে' বেশ কার্যকর ছিল।

ওয়াড়েকরের সাহসিকতার প্রশংসা করে মারচেনট বলেন, সে একই টিম নিয়ে তিনটি টেসট খেলেছে। একজন অধিনায়কের পক্ষে এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

বিভিন্ন বিভাগে সোলকারের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মারচেনট তাকে 'মিসটার ডিপেনডেবল' আখ্যা দিয়েছেন। হিসেব করে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল চন্দ্রশেখরকে নির্বাচিত করে। আগে সে শুধু বোলার ছিল না। কিন্তু এখন ব্যাটিং ফিলডিংয়ে তাকে উন্নত হতে হবে। আর বেদীর যথেষ্ট সুনাম ইংল্যানডে। এবার অবশ্য সে কম উইকেট পেয়েছে, কিন্তু ইংল্যানডের ব্যাটসম্যানদের সে দমিয়ে রেখেছিল।' তিনি আরও বললেন, 'প্রসন্ন তিনটি টেসটের একটিতেও খেলেনি বটে, কিন্তু সে আজ শ্রেষ্ঠ অফ স্পিনার।' যে ছয়জন খেলেন, মারচেনট তাদের টিম স্পিরিটের প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় দলের উন্নত ফিলডিংয়ের জন্য মারচেনট অকপটে হেমু অধিকারীর অবদানের কথা উল্লেখ করলেন।

'বোরড এই বিজয়ী দলকে কি পুরস্কার দেবেন জানি না। তবে এরা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এবং টাকা দিলেই ভাল হয়।' মারচেনট আরও বললেন, 'ওয়েসট ইনডিজে বিজয়ী দলের জয়সীমা, দুরানী ও জিজ্ঞাসা এবং ম্যানেজার তারাপোরও যেন পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা থেকে বাদ না পড়েন।'

প্রীতি ফুটবল খেলা

রবিবার রাজস্থান মাঠে স্পোরটস জারনালিসট ক্লাব-রাজস্থান ক্লাবের প্রীতি ফুটবল খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্থানের অমল চক্রবর্তী গোল দেয়। শ্যামসুন্দর ঘোষের পাশ থেকে রাজনবালা গোল শোধ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার সুভাষ সরোবরে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতার প্রতিযোগিতা ৭, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর সুভাষ সরোবরে প্রতিদিন বেলা দেড়টার শুরু হবে। ওয়াটারপোলোর তারিখ এখন স্থির হয়নি।

মহিলাদের ডিসকাস ছোঁড়ায় নতুন বিশ্ব রেকরড

মানিখ, ৪ সেপ্টেম্বর—আজ প্রাক-ওলিম্পিক আথলেটিকসে রাশিয়ার মেয়ে ফ্যয়না মেলনিক ডিসকাস ছোঁড়ায় নিজের বিশ্ব রেকরড ম্লান করে ৬৪·৮৮ মিটারে নতুন বিশ্ব রেকরড করেছে। —এ পি

সাঁতারু স্পিজ আবার বিশ্ব রেকরড করল

লিপজিগ, পূর্ব জারমানি, ৪ সেপ্টেম্বর—পূর্ব জারমানি ও আমেরিকার মৈত্রী সাঁতার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মারক স্পিজ ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন বিশ্ব রেকরড (১ মিঃ ৫৪·২ সেঃ) করেছে। এ বিষয়ে রেকরডের অধিকারী ছিল ডন শোলানডার (১ মিঃ ৫৪·৩ সেঃ)। উল্লেখ্য, গত ২৮ অগস্ট হিউসটনে স্পিজ ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারেও বিশ্ব রেকরড করেছিল। সময় হয়েছিল ২ মিঃ ৩৮·৯ সেঃ। —এ পি

আপনি কি লেখক?

তাহলে নব-সাক্ষরদের জন্যে ষোড়শ পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বই/পাণ্ডুলিপি দাখিল করতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই।

প্রতিটি ১,০০০ টাকার প্রায় ৪০টি পুরস্কার

ভাষা

অহমিয়া	তামিল
বাংলা	তেলুগু
গুজরাটি	মালেয়ালাম
মারাঠী	কানাড়া
হিন্দি	সিন্ধি
পাঞ্জাবী	উর্দু
ওড়িয়া	কাশ্মীরি

বিষয়ঃ—নব-সাক্ষরদের প্রতি মনোগ্রাহী এবং তাদের আগ্রহ আরও বাড়তে পারে এইরকম কোনো বিষয়ে সরল ভাষায় ও স্টাইলে লেখা চাই এবং প্রাইমারি মান পর্যন্ত লেখাপড়া জানা ব্যক্তিদের সহজ-বোধ্য হওয়া দরকার।

আকারঃ—ছাপার অক্ষরে ৩২ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক পাণ্ডুলিপি বা বই দাখিল করা যেতে পারে।

দাখিলের শেষ তারিখঃ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭১।

নিয়মাবলী ও দরখাস্তের ফরমের জন্যে যোগাযোগ করুনঃ—

সেকশন অফিসার (এ ই-২)
শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
৪র্থ তল (রুম নং ৪০৩), 'সি' উইং, শাস্ত্রী ভবন
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড, নয়াদিল্লি—১

ডিএভিপি ৭১/২৪০

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার
ডিরেক্টরেট অব স্টেট লটারিজ

নং জে কে এস এল/প্রাইজ/২৪ তারিখ ৪-৯-১৯৭১

বিগত ৪-৯-১৯৭১ তারিখে শ্রীনগরের স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট লটারিজের ২৪তম খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একটি প্রথম পুরস্কার	২,৫০,০০০, টাকা	C-527488
একটি দ্বিতীয় পুরস্কার	২৫,০০০, টাকা	C-406596
একটি তৃতীয় পুরস্কার	৫,০০০, টাকা	A-689601

১০০, টাকার ২০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার (প্রত্যেক সিরিজ হইতে ৫০টি)

A Series
580338 462024 559276 689245 612993 517216 542625
653058 584924 401193 500609 425806 423848 471124
505801 604762 561974 510041 534807 553692 633192
588100 580571 417762 508106 680519 483753 534377
483240 507293 423371 448339 470453 685179 460516
504201 490228 542975 532598 677472 551414 528216
472355 657269 601843 548953 561540 635721 580474
509535

B Series
655397 425436 499200 428940 408202 666439 420751
456594 614138 432011 464860 651517 468878 426763
612629 555132 595871 681749 581397 546781 635238
699087 699765 490405 465847 696321 523736 513756
422212 446254 485685 540161 637202 521087 408424
495135 677136 579606 404846 540039 632258 650039
494939 477071 403329 425465 411755 473075 501174
481976

C Series
442250 537414 429065 620076 592967 607003 512064
545615 616786 523049 508056 669057 599790 645969
638142 666826 427803 410436 546616 627137 530163
686120 484899 586244 658323 686934 415115 486005
445000 608436 570010 617639 609274 562208 593192
629694 488851 580641 650492 586736 506430 671008
671278 569556 401690 649923 655825 517033 509693
439204

D Series
459473 439777 422294 497365 420322 512050 553109
412432 415636 657535 439820 417284 402554 404622
539652 475720 434995 435557 477191 671789 570478
439053 416428 638704 496356 469378 620765 628583
479967 491835 622472 585655 485693 508247 509935
465792 568988 514466 570887 567181 685056 677162
498761 573400 449149 635031 454189 676023 434358
513450

প্রাতঃকালীন খেলা

৪০০০, টাকার ১ম পুরস্কার

A Series 448452 557530 598618 557880 699603 654351 428047 469436
B Series 654738 526901
C Series 483965 517222 410484 501936
D Series 646097 539605 456654 659708 538834

১০০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার

A Series 609424 474489 496369 592407 643698 596696 562596 641648
B Series 567011 677768 432460 694754 647957
C Series 479372 513457 530707
D Series 599074 684177 677608

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার সান্ত্বনা পুরস্কার

A Series 530244 698668 486068 492010 567723 417124 687510 512861 575559 428779 620793 414740 430685 580159 552865 515916 562231 529257 631960 603754 412274
B Series 558010 516647 416813 481776 434411 428398 589880 597480 653105 423811 607345 555172 675484 638140 573819 445210 595401 619650 542657 492965 594626 697066 627439 448540 674173 428477 685032 609903 568391
C Series 447640 609948 659172 468289 493983 668768 462229 538717 555257 579420 652961 678401 586262 418368 622185 611674 445178 429398 637754
D Series 433757 549067 493001 426819 566822 635443 576690 489762 699096 543429 631468 577816 550089 628375 535981 589258 574565 618451 692448 554507 417767 493998 450895 580130 599682 607887

এই খেলায় যে সকল এজেন্ট ৫০০০টির অধিক টিকিট ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ইস্যু করা লাকি ডিপ কুপনের বিজয়ী নম্বরগুলি নিম্নরূপঃ

৮০০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার 341
১০০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার 340
৫০০, টাকার একটি তৃতীয় পুরস্কার 345

প্রত্যেকটি ১০০, টাকার ৩৬টি সান্ত্বনা পুরস্কার

203 203 300 209 291 325 327 317 326 297 265 264 302 331 216 214 201 226 329 337 277 280 314 313 333 282 202 258 271 273 268 227 298 259 315 272

সান্ধ্য খেলা

৪০০০, টাকার ১ম পুরস্কার

A Series 664012 528469 650257 571325
B Series 674122 422124 462649
C Series 664677 685662 594169 498067 547844 604325 621974 531466
D Series 444619 483965 433796 509062

১০০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার

A Series 673628 506922 637490 615142 510886 569346
B Series 465910 407149 469672 594519 615974
C Series 479885 418697 502580 641940
D Series 487694 543283 526772 489736

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার সান্ত্বনা পুরস্কার

A Series 420350 461930 568685 521920 544301 659543 505451 668234 672968 643902 509279 441980 641122 603299 431965 662281 489566 466209 425589 563543 547643 410868
B Series 410692 524776 400487 685728 538455 675498 635852 556875 420113 521966 439085 664354 404594 637315 535104 584963 643068 462661 651293 432787 567499 605961 623154
C Series 685577 607537 565033 434187 430189 528910 457925 695549 689662 647333 407376 532371 421300 619014 673984 590539 663724 544946 451780 650570 526570 418213 601938 503578 663154 447674 495974
D Series 620478 664434 694302 629825 400403 678220 485564 570435 504401 454650 691703 671054 471995 542720 574453 573933 456546 626701 485560 576230 551749 453800 519428

এই খেলায় যে সকল এজেন্ট ৫০০০টি বা উহার কম টিকিট ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ইস্যু করা লাকি ডিপ কুপনের বিজয়ী নম্বরগুলি নিম্নরূপঃ

৫০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার 374
২৫০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার 117

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ১১টি সান্ত্বনা পুরস্কার

387 581 125 360 549 474 539 123 460 409 108

দ্রষ্টব্যঃ সংবাদপত্রসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া লন। যে কোন কারণে হউক কোন ভুল নম্বর মুদ্রিত হইলে তজ্জন্য জে অ্যান্ড কে স্টেট লটারিজের ডিরেক্টরেটকে দায়ী করা চলিবে না।

জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট লটারিজের নিম্নলিখিত এজেন্টগণ তাঁহাদের বিক্রয়ের জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—

ক্রঃ নং	এজেন্টের নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
১।	মেসার্স ভি কুমার, মুলামল অমরনাথ এস্টেট, ম্যারিনা হোটেলের পিছনে, কনট সার্কাস, নয়াদিল্লি। বিক্রয়কেন্দ্র (১) থিয়েট্রিক্যাল বিল্ডিং এন ডি এম সি বুথ, কনট প্লেস, নয়াদিল্লি (২) শপ নং ১৯৭, মোহন সিং মার্কেট, আই এন এ, নয়াদিল্লি	১০০০, টাকা
২।	মেসার্স নিউ প্রাইজ কর্পোরেশন (ক) নিউ প্রাইজ কর্পোরেশন, ২৩, পাটিল বিল্ডিং, আর্য সমাজ রোড, নয়াদিল্লি। সেল-ডিপো : মোহন সিং প্যালেস, নয়াদিল্লি	৫০০, টাকা
৩।	আই সি খুরানা, খুরশিদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লি	২৫০, টাকা

নিম্নোক্ত স্থানীয় এজেন্টগণ তাঁহাদের সর্বাধিক বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত মত পুরস্কার লাভ করিয়াছেনঃ

১। এস সি থাপার, কারুণ প্রাঃ লিঃ রঘুনাথবাজার, জম্মু — ৫০০, টাকা
২। প্রাইজ সিন্ডিকেট, কে/অ ভারত হোটেল, শ্রীনগর — ২৫০, টাকা
৩। মেসার্স এলজরকো হাঁট অ্যান্ড লাইট সার্ভিস সেন্টার, নবাব বাজার, শ্রীনগর — ১৫০, টাকা

নিম্নোক্ত এজেন্টগণ আমাদের বিক্রয় উন্নয়নে চমৎকার কাজ করিয়াছেনঃ

১। মিসেস এস পাল, ১৩/১, এম জি রোড, কলিকাতা-১
২। মেসার্স নূতন বুক ডিপো, খেতোয়াড়ি ব্যাক রোড, বোম্বে-৪
৩। কাশ্মীর লটারী সেন্টার, প্রোঃ হরবংশলাল নোরলা, ৮৯৭৬, নয়ামহল্লা, দিল্লি
৪। ভিরা এজেন্সি, ১৬৯, এম জি রোড, কলিকাতা-৭
৫। প্যাটেল এজেন্সি, ভগৎ সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি
৬। এইচ এল অরোরা, ৪/বি-৮৫২০ দেবনগর, কারোলবাগ, নয়াদিল্লি
৭। কমল ট্রেডার্স, কন্টিনেন্টাল অ্যানেক্স, কনট প্লেস, নয়াদিল্লি।

প্রধান খেলার ১ম এবং ২য় পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে স্বয়ং আসিয়া এবং অন্যান্য পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে পুরস্কারবিজয়ীর নাম ও পুরা ঠিকানা, পিতার নাম সিরিজের নম্বরসহ পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের নম্বর এবং পুরস্কারের পরিমাণ উল্লেখে ফুলস্ক্যাপ কাগজে প্রোফর্মার (জে-কে-এস-এল-৫) দুই প্রস্থে আবেদনপত্র এবং পুরস্কারের টাকার জন্য স্ট্যাম্পযুক্ত অগ্রিম রসিদ সহ টিকিটের উল্টাপিঠে পুরা ঠিকানা সহ নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া ডিরেক্টর, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্টেট লটারিজ (নিউ সেক্রেটারিয়েটের পিছনে) শ্রীনগর সমীপে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ২৮ দিন মধ্যে পেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের বিক্রেতাগণকে ১৫ দিন মধ্যে তাঁহাদের কমিশন (যেখানে প্রাপ্য হইবে) দাবি করিতে হইবে।

জম্মু ও কাশ্মীর লটারিজ ঘোষণা করিতেছেন ২৫তম খেলা অনুষ্ঠিত হইবে ১২-১০-১৯৭১ তারিখে

প্রথম পুরস্কার ৩,০০,০০০, টাকা এবং বিশেষ খেলাগুলির প্রথম পুরস্কার ১৫,০০০, টাকা।

স্বাঃ বেদপ্রকাশ
ডিরেক্টর
জে অ্যান্ড কে স্টেট লটারিজ, শ্রীনগর

শ্বাসনালীর হাঁপানির আসল কথা

বার বার বুকে গলায় সাঁই সাঁই আওয়াজ, কাশি, বুক গলা আঁকড়ে ধরে আসার ভাব—এসব হচ্ছে শ্বাসনালীর হাঁপানির লক্ষণ। শ্বাসনালীর পেশীর সংকোচন এবং ঘন শ্লেষ্মা তৈরী হওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর দরুণ যে দুঃসহ যন্ত্রণা হয় তা কয়েক মিনিট থেকে কিছুদিন পর্যন্ত চালু থাকতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জির দরুণ শ্বাসনালীর হাঁপানি হয়ে থাকে।

আর ব্রোভন কিকরে আরামদেয়

ব্রোভন-এ এমন সব বিশেষ উপাদান আছে যা সঙ্কুচিত শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে স্বাভাবিক আকারে ফিরিয়ে আনে তো বটেই—শ্লেষ্মা তৈরীও নিবারণ করে—ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে যায়।

শ্বাসনালীর হাঁপানির প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই, ব্রোভন ভরা (মাত্র ১৫-২০ ফোঁটা) ইনহেলার মুখের কাছে এনে ৩-৪ বার পাম্প করুন। প্রত্যেকবার পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে জোরে শ্বাস নিন যাতে ব্রোভন-এর ওষুধ ওয়ালা বাষ্প ফুসফুসের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে।

কয়েক মিনিটেই আপনি আরাম পাবেন। দেখতে দেখতে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

আক্রমণ খুব জোর হলে ঠিক আগের মত করে আবার শ্বাসের সঙ্গে ব্রোভন টেনে নিন। ব্রোভন ইনহেলেন্ট শ্বাসনালীর হাঁপানি থেকে চট করে আরাম দেয়।

আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

শ্বাসনালীর হাঁপানি খুব জোর না হলে ব্রোভন-এর আরো সব অন্য ব্যবস্থা আছে—ট্যাবলেট, সিরাপ আর মিক্সচার।

এছাড়া, ব্রোভন-এর ইনহেলারও পাওয়া যায়, ৩টি মাপে—বড়, মাঝারি আর নাড়াচাড়া করা সহজ এমন মাপের।

Interpub/BSH 69 N

ব্রোভন

সমস্ত ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

ব্রোভন শ্বাসনালীর হাঁপানি থেকে চট করে আরাম দেয়।

আধুনিক ও আরামদায়ক

সর্বোদয়
গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

সর্বোদয় হোসিয়ারী ওয়ার্কস
১৯, রূপচাঁদ রায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৭ • ফোন: ৩৩-০১১৪

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে
তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ
॥ সমগ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২·০০

উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১২·০০ টাকার স্থলে ১০·২০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১৫৬·০০ টাকার স্থলে ১৩২·৬০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সময়ে অনিবার্য-কারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাকমাশুল বা ভাড়া স্বতন্ত্র।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২
ফোন : ৩৪-১৭৮২

(৮১৭৭)

পানামা
সত্যিই ভালো সিগারেট

ভালো তামাক থেকেই হয় ভালো সিগারেট

টেনে সুখ… দিয়ে আনন্দ!

গোল্ডেন টোব্যাকো কো. প্রা. লিঃ বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরনের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

স্টক ক্লিয়ারিং সেলে
একটি সোফা-কাম-বেড কিনুন এবং ২৫% বাঁচান

পাখা, রেডিও স্টীল আলমারি সোফা কাম বেড প্রভৃতিতে কোম্পানির মূল্যের উপর ২৫% রিডাকশন

কেবলমাত্র যতদিন পর্যন্ত স্টক থাকিবে

ফোন করুনঃ ২২-৫৬১২, ২২-০৩৬১

Bharat Radio
পি-৩৬ রাধাবাজার স্ট্রীট (৪র্থ তল), কলিকাতা-১

may this Puja bring you everlasting peace and prosperity

The Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) Co. Ltd., Birlanagar, Gwalior

makers of
GWALIOR SUITING
Gwalior Shirting

NPS/GR-322

Available in Calcutta at Mills Retail Depot : HORIZON, 7-B, Lindsay Street. Phone : 23-0866
AUTHORISED RETAIL SHOPS : J. S. Mohammedally, Chowringhee Sq., Nu-York, Lindsay Street; Mohamedally Golamally & Co., Bentinck Street; Akbarally's Hasnain, Chowringhee Sq.; A. Mohamedally & Co., Grant Street; Creestal, Lindsay Street; Roopashree, M. G. Road; Mohanlal & Co., Baijnath Sreedal; M. P. Cloth Stores, all M. G. Road; Fancy Cloth Stores; Dhirajlal & Bros., Brabourne Road, Gidharilal Ramnarayan, New Howrah Bridge App. Road; Styllo, Ballygunge; OMCO, Bentinck Street; Ghanty Cloth Store, Asansol and also available at other leading stores.
DISTRIBUTORS : Gopiram Mahabirprasad M. G. Road, Lalchand Duggar & Co., M. G. Road; Calcutta Cloth Stores, 7, Noormal Lohia Lane; Gyani & Co., 17, Noormal Lohia Lane; Fancy Fabrics, 7, Noormal Lohia Lane; Babulal Bhagwandas; 144/A, Seth Jamunalal Bazaz Street; Calcutta Trading Co., 173, M. G. Road; Chamanlal Omparkash & Co., 25-A, Seth Jamnalal Bazaz Street, Calcutta-7.
Agents : General Textiles, 32, Seth Jamunalal Bazaz Street, Calcutta-7. Phone : 33-1001/2.

POPULAR (P.T.I.P. Ltd.) STRAINER
সর্বত্র-সুপ্রশংসিত
পাইওনিয়ার
টিউবওয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

পূজায়
ছোটদের
LUNGI SET,
BEL-BOTTOM
SET & FROCKS
বোম্বে হইতে
এইমাত্র আসিয়াছে।
নূতন ডিজাইন
নূতন স্টাইল
হরলালকা
টেকস্‌টাইলস্‌
২০৬/১, রাসবিহারী
এভেন্যু (গড়িয়াহাট মোড়)

উলট্‌-পুরাণ

গণ্ডারটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদবেই তো। বেচারী জলে-কাদায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। নিরামিষ খায়। কারও কোন অনিষ্ট করে না। অথচ তার নাকের ওপর বসানো খড়্গটার লোভে তাকে মারবার জন্য লোকে কত চেষ্টাই না করে। খড়্গটার কোন ধার নেই। কোন কাজেই লাগানো যায় না সেটাকে।

বেচারী গণ্ডারের অবস্থা দেখে বুঁচের কষ্ট হল। রাধাদির ঘর ছিল নেপালে। সেখান থেকে আনা হল কুক্‌রী। সেই কুকরী বেঁধে দেওয়া হল খড়্গের সঙ্গে। দেখি, কার সাধ্যি গণ্ডারের গায়ে হাত দেয়!

চণ্ডী লাহিড়ী

বামাচরণ কার বা আনকল্‌

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪ ॥

বামাচরণ ভাবতেই পারেনি উকিলবাবুর ধর্মোপদেশ তার জীবনে একদিন সত্যি সত্যি এ ভাবে কাজে লেগে যাবে।

উকিলবাবুর কাছে অনেক মক্কেল আসে, আর সেই সঙ্গে অল্পবয়সী এক বাবু উঁকিঝুঁকি মেরে যায় বাবুর বৈঠকখানায়। অনেকটা বামাচরণের সঙ্গেই বুঝি ভাবসাব জমাবার ফিকির। মনের কথাটা বলার একটা সুযোগ খুঁজছে মনে হয়।

একদিন উকিলবাবু মক্কেল নিয়ে যখন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন, অল্পবয়সী বাবুটি ধীরেসুস্থে বামাচরণের কাছে এসে বলল, আমার যে একটা উপকার করতে হবে বামা?

আজ্ঞে আপনাদের উপ্‌গার উদ্ধার করতেই তো এ তল্লাটে আসা। বলেন কী উপ্‌গার?

জান তো, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস্‌ করি—তা প্র্যাকটিস একটু না-জমলে তো আর মোটা মোটা বইপত্তর কিনতে পারি না—তাই বলছিলাম কি—

বলে ফেলেন বলে ফেলেন, বামাচরণ উৎসাহ দেয়।

তাই বলছিলাম কি—আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস প্রাইভেট মক্কেল—যদ্দিন না ভাল করে জমাই—তোমার বাবুর বইপত্তর থেকে কিছু কিছু পাতা যে আমায় দিতে হবে—মানে কেটে দেবে আর কি—আমিও তোমার কাছ থেকে শুধু হাতে নেব না—

এ আর বেশি কথা কি বলছেন, মানুষের উপ্‌গার উদ্ধার তো করতেই হবে—বিগলিত হয়ে এক গাল হেসে বামাচরণ বলে।

বামাচরণ যে এত সহজে এক কথায় রাজী হয়ে যাবে প্রাইভেট উকিল বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আরে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কর্মব্যস্তর ধর্মোপদেশেই আছে—বেশি থাকলে সবাইকে কমসম কিছু দিতে হবে। হাজার হাজার আম-জামের দু-দশটা যদি হাত তুলে না দিলেন তো কিসের মানুষ। বাবুর বৈঠকখানায় হাজার হাজার মোটা বই, একখানা বইতে যে ক হাজার পাতা বাবু নিজেও কি তার খেয়াল রাখেন? আপনি খান কয় পাতা নেবেন তো আর বেশি কথা কি—

বামাচরণের কথা শুনে খুশীতে ডগমগ হয়ে প্রাইভেট উকিল বলেছে : তুমি যেমন আমার উপকার করলে আমিও তেমনি তোমার—

আজ্ঞে, 'কথামালায়' তো এমন সব কথাই আছে, বলে বামাচরণ মাথা চুলকে একগাল হাসল মাথা নিচু করে।

এরপর থেকে প্রাইভেট উকিল আসে, হাত বাড়ায় আর বামাচরণ উকিলবাবুর মোটা বইগুলোর এক-একখানা এগিয়ে দেয়। পাতা কেটে নিয়ে প্রাইভেট উকিল আবার বই ফেরত দেয় বামাচরণের হাতে। বামাচরণ যত্ন করে তুলে রেখে দেয় আলমারিতে।

একদিন ব্যাপারটা শেষে ঘটল খুব জমকাল।

উকিলবাবুর জামায়ের একটা মস্ত বড় কেস। বামাচরণকে ডেকে কর্মব্যস্ত এ-আলমারি সে-আলমারি থেকে বই নামাতে বললেন। মস্ত লাভলোকসানের ব্যাপার।

মহাউৎসাহে বামাচরণ ঝাড়া-মোছা করে বই নামাতে লাগল। যত্ন করে সাজিয়ে রাখল উকিলবাবুর পেল্লায় টেবিলের ওপর।

খানকয়েক বইয়ের পাতা উলটিয়ে কর্মব্যস্ত চাকলাদারের তো চক্ষুস্থির। কোন বই-এর পাঁচিশ, কোন বই-এর তিরিশ, কোন কোন বই-এর আরও বেশি পাতা খোয়া গেছে। কর্মব্যস্ত হাল-ছেড়ে-দেওয়ার মতো হাত-পা ছড়িয়ে বলেছেন, কী ব্যাপার বামাচরণ?

বামাচরণ যা ঘটেছে আসল কথা সব বলে গেল। এবং সে যে তার ধর্মোপদেশের কথা মনে রেখে এ-কাজ করেছে তা-ও অস্বীকার করল না। শুনে কর্মব্যস্ত যেমন অবাক হলেন, জামাই তেমনই তাজ্জব বনে গেলেন। অথচ কথা যা বলল বামাচরণ তাইতে মনে হতে পারে সে নিজেও ছোটখাটো উকিল। উকিল নিজে ওকালতি করতে গিয়ে যুক্তিতর্ক মেনে চলেন। এখন বামাচরণের যুক্তি না-মেনে তাঁর উপায় কোথায়?

রাগে তাঁর সমস্ত শরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, স্যার আইজাক নিউটন তাঁর কুকুর ডায়মনডকে ক্ষমা করেছিলেন। যা, আমিও তোকে ক্ষমা করলাম। তুই জানিস না তুই আমার কি ক্ষতি করেছিস! তবে আজ থেকে তুই আর এখানে থাকবি না, সোজা কাঁথা কম্বল নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে চলে যাবি।

আজ্ঞে, ওইখান থেকেই তো আমি আপনার এখানে, ভাগনাকে চিঠি লিখে—আর ওখানে যাচ্ছি না। যাব সিধে ভাগনার কাছে 'কেশ নিকেশে।'

কাপড়জামা বালিশ বিছানা বেঁধে বামাচরণ যখন কর্মব্যস্তর পায়ে মাথা ঠেকাল, শ্বশুর মশায়ের মহানুভবতা দেখে জামাই সদাচঞ্চল আর ঠিক থাকতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি তিনিও কর্মব্যস্তর পায়ে হাত রাখলেন। বামাচরণের মাথায় এক হাত রেখে উকিলবাবু বলেছেন, থাক থাক হয়েছে—, আর জামায়ের হাত থেকে পা বাঁচিয়ে বলেছেন—আরে কর কি কর কি তুমি—?

এর পরের ঘটনাটুকু না জুড়ে দিলে একটু খুঁত থেকে যায়।

বালিশ বিছনা টিনের সুটকেশ নিয়ে বামাচরণ সোজা 'কেশ নিকেশে' এসে যখন উঠল, ধার্মিকাচরণ বুঝি তারই অপেক্ষায় বসেছিল। বামাচরণের সব কথা শুনে বলল, মাতু ঘাবড়াও আনকল্‌—ভালই হয়েছে তোমার চাকরি গেছে।

বল কি ভাগনা! চমকে উঠে বামাচরণ বলে।

হ্যাঁ। 'কেশ নিকেশ'-এর হিসেবনিকেশ হয়ে গেছে। এখন থেকে ফিফটি-ফিফটি। এখন থেকে 'হেয়ার ডিপারটমেনট' আর 'বেয়ারড ডিপারটমেনট' আলাদা। আমি থাকব 'বেয়ারড ডিপারটমেনট'-এ আর তুমি থাকবে হেয়ার 'ডিপারটমেনট'-এ। আজকাল আর কেউ দাড়ি রাখে না যে সুযোগ বুঝে দাড়ি ধরে টানব। যদি বা কেউ রাখে তো ফ্রেন্‌চ্‌ কাট। ও ধরে টানাটানি করা যায় না। তুমি থাকবে হেয়ার ডিপারটমেনট'-এ। কাউকে না কাউকে পাবে মাঝে মাঝে চুলের টিকি ধরে টানাটানির জন্যে।

বেশ বলেছ ভাগনা, বেশ বলেছ—আর বলবে নাই বা কেন—আমিই তো তোমার মামা।

সে কথা আর বলতে। আমি ছাড়া তুমি আর কার বা আন্‌কল্‌—বল?

বামাচরণ কিছু বলতে পারে না। ভাগনার ভালবাসার কথা ভেবে যেমন মনে মনে লজ্জা পায়, তেমনই হাসতে হাসতে চোখে জল আসে।

মামা বামাচরণের চোখে জল দেখে ভাগনা ধার্মিকাচরণ ঘাবড়ে যায়। বলে, তুমি কি কাঁদছ নাকি মামা?

চোখের জল নিয়ে হাসতে হাসতে বামাচরণ বলে, কাঁদতে কাঁদতে সবাই তো চোখে জল আনতে পারে, হাসতে হাসতে কাঁদা প্র্যাকটিস করছি ভাগনা।

ধার্মিকেরাই গলা বুজে আসে বলতে বলতে, আমারই তো মামা তুমি—আমি ছাড়া আর কার বা আন্‌কল্‌?

(শেষ)

বাজারের সেরা—
রয়েজ সব্জী বীজ
উন্নত শ্রেণীর
ফোন: ২৩-০৬০৩, ২৩-০৬০৪
বি, কে, রায় (প্রা) লিঃ
৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১

রোদ-বদলের ছড়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাঠ-ফাটা রোদ্দুর
ছাতি-ফাটা তেষ্টা
মনে হয় বুঝি যায়
প্রাণটাই শেষটা!

ঘিনঘিনে বিষ্টি
একি অনাছিষ্টি!
তারপর রোদ্দুর
সোনার সমুদ্দুর—
কী যে লাগে মিষ্টি!

দূরের পাহাড় নীল দেখায় কেন?

সূর্যের আলোয় তো সাতটা রঙ—প্রত্যেকটা রঙের আবার আলাদা-আলাদা ঢেউ। সূর্যের আলো এসে যখন বাতাসে ঢোকে, বাতাসের ধুলো আর বায়ু-কণার ধাক্কায় আলোর ঢেউ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যায়। নীল আলোর ঢেউয়ের যা দৈর্ঘ্য, তাতে ওটাই সবচেয়ে বেশি করে ভাঙে। ফলে বাতাসের রঙও নীলচে।

এই নীল এত হালকা যে সাধারণত এই রঙ চোখে পড়ে না আমাদের। কিন্তু দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাই যখন, বাতাসের পুরু একটা আবরণ ভেদ করে তাকাতে হয়, ফলে বাতাসের নীল রঙ পাহাড়ের গায়ে ফুটে ওঠে। ঠিক এই একই কারণে আকাশকেও নীল দেখি আমরা। পাহাড়ের রঙ অবশ্য আরো অন্যান্য কারণের ওপরেও নির্ভর করে॥

সমীর সেনগুপ্ত

দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-১

এমনকি আপনাকেও

চেয়ার হোক কিম্বা সোফা অথবা দেওয়াল—সবই আমরা ঢেকে দিই ঝলমলে কাপড়ে, বিচিত্র ডিজাইনে আর ফুলের আবরণে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রঙের শোভা, ফুলের হাসি—রাশি রাশি। সবকিছুর জন্যেই মুগ্ধকর আবরণ—আচ্ছাদন। আপনার জন্যেও আছে নরম পুরু তোয়ালে—নিবিড় আলিঙ্গনে মুছে দেবে সঙ্গোপনে। হ্যাঁ, বোম্বে ডাইং আবরণ দিয়ে সবকিছুই ক'রে তোলে—শালীন, শোভন। পুনশ্চ: আপনার ঘর সাজাবার জন্যে আমাদের একটি অভিনব পরিকল্পনা—মানানসই পরদা-তোয়ালে-বিছানার চাদরের রকমারি সেট। কেমন, আপনার পছন্দ হচ্ছে তো?

বোম্বে ডাইং

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসামের ডিস্ট্রিবিউটর : হনুতমল রাউতমল (টি) অ্যান্ড কোং, ১২ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা-৭; কম্পানির নিজস্ব খুচরা দোকান : দি বারগেন কাউন্টার বম্বে ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, ১৩-এ, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা। নিজস্ব স্টকিস্ট : নবীন, ২১, হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৫; মেঘদূত, ৫এ, কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭; সীমা, ১০৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬; ফেলপস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১; চিমূর্তি, ১২, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩; রাধিকা, নয়া সড়ক, কটক; শোভাবন, গ্র্যান্ড রোড, পুরী; আনন্দ, স্টেশন রোড, ডিব্রুগড়; আনন্দ, স্টেশন রোড, পোঃ অঃ তিনসুকিয়া; প্রিয়া, ৮নং অন্নপূর্ণা মার্কেট, বহরমপুর-১; লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষেত্রীদাস, মেন রোড, রাউড়কেলা; সোনালী, ৫নং সেকটর, ২০নং দোকান, রাউড়কেলা; নীলকমল, সেবক রোড, পোঃ অঃ শিলিগুড়ি; বিহারের ডিস্ট্রিবিউটর : কোচার টেক্সটাইলস, একজিবিশন রোড, পাটনা-১। টেলিফোন : ২১৫৬৪। নিজস্ব স্টকিস্ট : কল্পনা, একজিবিশন রোড, পাটনা-১; স্টাইল অ্যান্ড ফ্যাশন, বড়বাজার, দ্বারভাঙ্গা; রাজশ্রী, আপার বাজার, রাঁচি; অম্বর, কল্যাণী, মজঃফরপুর; কমলা প্রসাদ জগলপাল, ঝরিয়া; সোনা এজেন্সিজ, ৩০, সিভিক সেন্টার, ভিলাই; বাঁশী, ডি এন সিং রোড, ভাগলপুর; শীলা, খাদী মার্কেট, গয়া।

SD 2203

হাতে খড়ি

এক যে ছিল

এক যে ছিল মোটা শেয়াল
চালাক ছিল ভারি।
বকের কাছে হার হল তার
দূরে দিল পাড়ি।

নন্দিনী রায় (বয়স ৭)
বেনেবাগান লেন, কলিকাতা-৩

অটোগ্রাফের দাম

একবার জর্জ বার্নার্ড শ' কোন এক চিত্রশিল্পীকে তাঁর ছবি আঁকতে অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন, যদি ছবি আঁকা ভাল হয় তবে ১০০ পাউণ্ড পারিশ্রমিক হিসেবে দেবেন। চিত্রশিল্পী ১০০ পাউণ্ড পারিশ্রমিকের আশায় খুব সুন্দর এক ছবি এঁকে বার্নার্ড শ'কে পাঠালেন। ছবি দেখে শ' খুশী। সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি পাউণ্ড করে পাঁচটা চেক আর একটা প্রশংসা-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন সেই শিল্পী বার্নার্ড শ'র কাছে এসে হাজির। কথায় কথায় বললেন, আচ্ছা আপনি ১০০ পাউণ্ডের একটা চেক না কেটে কুড়ি পাউণ্ড করে পাঁচখানা চেক পাঠালেন কেন? একখানা চেকেই তো কাজ হয়ে যেত।

শ' জিগ্যেস করলেন, তুমি এখনও চেক ভাঙাওনি তো? শিল্পী বললেন, না!

ভালই করেছো, চেক ভাঙাবার দরকার নেই। এতে তোমার আমার উভয়ের লাভ। আমি প্রতিটি স্বাক্ষরের জন্যে আমার ভক্তদের কাছ থেকে তিরিশ পাউণ্ড করে নিয়ে থাকি। তুমি এই পাঁচটি চেক আমার ভক্তদের বিক্রি করে দাও। তাহলে তুমি দেড়শো পাউণ্ড পেয়ে যাবে। নিট পঞ্চাশ পাউণ্ড লাভ।

শিল্পী হতভম্ব। কিন্তু এতে আপনার কি লাভ? শ' মুচকি হেসে বললেন, লাভ নিশ্চয়ই হবে। আমার সই-করা এই চেকগুলো তারা সুন্দর ফ্রেম দিয়ে বাঁধাই করে সাজিয়ে রাখবে। চেক জীবনে কোনদিন তারা ভাঙাবে না; ফলে আমার একশ পাউণ্ডই শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবে।

নবকুমার শীল

ছড়ায় হেঁয়ালি

১

আলিবাবার বাবা নিখোঁজ
ছিন্নমস্তা বঙ্গ রে
নানক এবার নাক কেটেছেন—
ভালোবাসার অঙ্গ রে॥

২

হনুমানের মুণ্ডু ধরে
অশরীরির লেজ জুড়ে
দে ফেলে দে দেয়াল থেকে
পাখনা মেলে যাক উড়ে॥

৩

মাসের পয়লা দিনের শেষ
বজায় রাখা কঠিন বেশ॥

৪

প্রথম অর্ধেক কালো
শেষ অর্ধেক সাদা
পিছন দিকে খোঁচা দিয়ে
শিকার করেন দাদা॥

এবারের হেঁয়ালি লিখেছেন সন্তোষ চক্রবর্তী। গতবারের উত্তর : বিজ্ঞাপন।

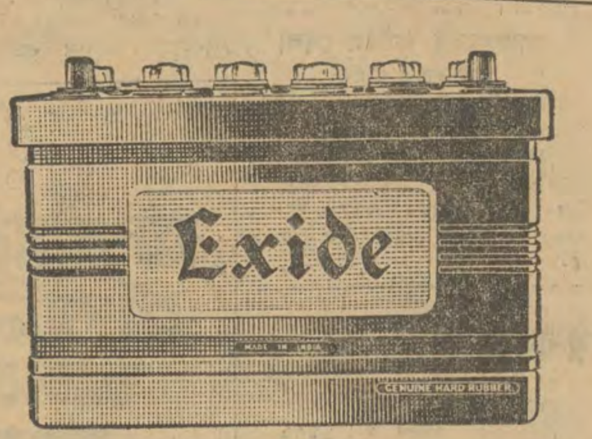

উৎকর্ষে এক্সাইড অদ্বিতীয়

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান এজেন্ট
দি হাওড়া মোটর কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা - কটক - ধানবাদ - পাটনা - শিলিগুড়ি

AC-1(HM) BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬ নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার